Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Chaitra 08, 1430 Bangla, March 22, 2024, Friday, No. 82, 54th year

H I G H L I G H T S

PM Sheikh Hasina seeks assistance from India for importing electricity from Bhutan through its territories. Sources say Bangladesh initially plans to import around 1,500MW electricity from Bhutan. (VOA: 08)

Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obaidul Quader has said extortion cannot be stopped completely but we have to control it. (R. Today: 18)

Law, Justice and Parliamentary Affairs Minister Anisul Huq has informed a new law regarding Artificial Intelligence (AI) will be drafted by next September. (Jago FM: 21)

BNP SG Mirza Fakhrul Islam says AL has started indescribable torture and oppression on the leaders and workers of opposition parties including BNP every day in order to retain their illegal power. (Jago FM: 25)

Mentioning a govt report that about 4 crore people are living in hunger, Opposition leader and Jatiya Party chairman GM Quader has commented there's a partial famine going on in the country now. (R. Today: 19)

The representatives of BNP and civil society who boycotted the election consider the report given by US election monitoring agencies as realistic. However, the ruling Awami League disagreed on this. (VOA: 09)

Govt. decides to include employees of self-governing, autonomous, state-owned, statutory or homogeneous orgs in Universal Pension Scheme. University Teachers oppose it terming it discriminatory. (BBC: 06)

A study shows mosquitoes has doubled in just three months in Dhaka alone. In such a situation, Health Ministry has held a meeting with the two City Corporations of Dhaka to prevent mosquito-borne diseases. (BBC: 03)

HC directs to continue ongoing raids in all unauthorized restaurants, not pick and choose, and orders that all 13 restaurants which had already been shut down, at Gawsia Twin Peak building would remain so. (R. Today: 18)

DU authorities in response to reports in several newspapers say they have never issued any circular prohibiting peaceful and constructive Ramadan events on the campus. (Jago FM: 23)

Eight years have gone by since the killing of college student Sohagi Jahan Tonu. Her family no longer seeks justice, raising concern over authorities' utter failure in identifying the culprits. (VOA: 12)

Director: 44813046	Deputy News Controller: 44813048 44813179	Assistant News Controller: 44813047 44813178

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
চৈত্র ০৮, বাংলা ১৪৩০, মার্চ ২২, ২০২৪, শুক্রবার, নং- ৮২, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানিতে ভারতের সহায়তা চেয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উল্লেখ্য, প্রাথমিকভাবে ভুটান থেকে দেড় হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা রয়েছে বাংলাদেশের। (ভোয়া: ০৮)

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন চাঁদাবাজি বন্ধ করা সম্ভব নয় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। (রে. টুডে: ১৮)

আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই নিয়ে নতুন একটি আইনের খসড়া করা হবে বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক। (জাগো এফএম: ২১)

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ক্ষমতাসীন সরকারের সমালোচনা করে বলেন, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকারী আওয়ামী শাসকগোষ্ঠী অবৈধ ক্ষমতা ধরে রাখতে দেশব্যাপী প্রতিদিনই বিএনপিসহ বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের ওপর নানা কায়দায় অবর্ণনীয় নির্যাতন-নিপীড়ন শুরু করেছে। (জাগো এফএম: ২৫)

সরকারি হিসেব মতে ৪ কোটির উপরে মানুষ অনাহারে জীবন কাটাচ্ছে উল্লেখ করে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের বলেছেন দেশে দুর্ভিক্ষ চলছে। (রে. টুডে: ১৯)

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মান ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলো যে প্রতিবেদন দিয়েছে তা বাস্তবসম্মত বলে মনে করছেন নির্বাচন বর্জনকারী বিএনপি ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা। তবে, এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ । (ভোয়া: ০৯)

সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থায় স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত, রাষ্ট্রায়ত্ত, সংবিধিবদ্ধ বা সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ কর্মীদের বাধ্যতামূলকভাবে এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। এই স্কিমে বৈষম্যের শিকার হবেন এমন যুক্তি দেখিয়ে এর বিরোধিতা করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা। (বিবিসি: ০৬)

রাজধানীর মশা নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে শুধু ঢাকাতেই মশা বেড়েছে দ্বিগুণ। এমন পরিস্থিতিতে মশাবাহী রোগ প্রতিরোধে মঙ্গলবার ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের সাথে বৈঠকে বসে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। (বিবিসি: ০৩)

পিক এন্ড চুজ নয় অনুমোদনহীন সব রেস্তোরাঁয় অভিযান অব্যাহত রাখার কথা বলেছেন হাইকোর্ট। একইসাথে ধানমন্ডির সাত মসজিদ রোডের গাউছিয়া টুইট পিক টাওয়ারে থাকা অনুমোদনহীন ১৩ টি রেস্টুরেন্ট সিল গালাই থাকবে বলে আদেশ দেন হাইকোর্ট। (রে. টুডে: ১৮)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রমজানের অনুষ্ঠান আয়োজনে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে সম্প্রতি কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে এক বিবৃতিতে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে বলেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কখনো রমজানে শান্তিপূর্ণ ও ইতিবাচক অনুষ্ঠান আয়োজনে কোনো নিষেধাজ্ঞা দেয়নি। (জাগো এফএম: ২৩)

কলেজছাত্রী সোহাগী জাহান তনুকে হত্যার আট বছর পেরিয়ে গেছে; দোষীদের চিহ্নিত করতে কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতায় তনুর পরিবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ৮ বছরেও বিচার না পেয়ে তনুর বাবা বলছেন, তিনি আর বিচার চান না। (ভোয়া: ১২)

বিবিসি

ড্রোন থেকে গাপ্পি মাছ সবই ব্যর্থ, ঢাকায় তিন মাসে মশা বেড়ে দ্বিগুণ

রাজধানী ঢাকায় মশার উৎপাত এতটাই বেড়েছে যে ঘরে কিংবা বাইরে কোথাও স্বস্তিতে নেই মানুষ। শুধু রাতে নয়, দিনেও মশার কামড়ে বেশ অস্বস্তিতে পড়তে হচ্ছে নগরবাসীকে। রাজধানীর মশা নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে শুধু ঢাকাতেই মশা বেড়েছে দ্বিগুণ। শীত শেষে নেই জমে থাকা পানি, বছরে মশা মারার পেছনে ব্যয় হচ্ছে শত কোটিরও বেশি টাকা। তারপরও কেন মশা বাড়ছে? এমন পরিস্থিতিতে মশাবাহী রোগ প্রতিরোধে মঙ্গলবার ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের সাথে বৈঠকে বসে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। এতে মশা নিধনে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সিটি করপোরেশনের প্রতি অনুরোধ জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী সামন্ত লাল সেন। এই বৈঠকে ঢাকার উত্তর সিটির মেয়র আতিকুল ইসলাম অভিযোগ করেন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে (রাজউক) নিয়ে। তিনি বলেন, ঢাকার খালগুলো পরিষ্কারের দায়িত্ব রাজউকের। রাজউক এটি পরিষ্কার না করার কারণেই মশা বাড়ছে। মশা নিয়ে সম্প্রতি যে গবেষণা হয়েছে তাতে দেখা গেছে, ঢাকায় সবচেয়ে বেশি মশা রয়েছে রাজধানীর উত্তরা ও দক্ষিণখানে। যার দুটিই পড়েছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে। এর আগে মশা নিধনে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন ভেজাল কোম্পানির কাছ থেকে কীটনাশক 'বিটিআই' আমদানি করায় ঐ সিটির মশা মারার উদ্যোগ ভেস্তে যায়। কীটতত্ত্ববিদরা বলছেন, গত কয়েক বছরে মশা মারতে দুই সিটি করপোরেশনের ব্যয় হয়েছে কয়েকশ কোটি টাকা। ব্যবহার করা হয়েছে ড্রোন। পানিতে ছাড়া হয়েছে ব্যাঙ, হাঁস, তেলাপিয়া ও গাপ্পি মাছ। কিন্ত এত কিছুর পরও মশা না কমে কেন বেড়েছে, এর কোনও উত্তর সিটি করপোরেশনের কাছেও নেই।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মিজানুর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "মশা এখন যন্ত্রণাদায়ক ও বিরক্তিকর একটা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মশা নিধনে সিটি করপোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগকে বিশেষভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আশা করি আমাদের উদ্যোগগুলো কাজে লাগবে।" বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অপরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জলবায়ুর পরিবর্তন ও মশা নিধনে সঠিক পরিকল্পনার অভাবে দিন দিন মশা বাড়ছে। কীটতত্ত্ববিদ অধ্যাপক কবিরুল বাশার বলছেন, "সমন্বিত পরিকল্পনা ছাড়া উদ্যোগ নিলে মশা কখনওই কমবে না। তাছাড়া কিউলেক্স আর এডিস মশা নিধনে নিতে হবে আলাদা উদ্যোগ।" ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মীর খায়রুল আলম বিবিসি বাংলাকে বলেন, "ঢাকা সিটির খাল ও জলাশয়গুলোতে অনেক মশা জন্ম নেয়। এসব খালের নিয়ন্ত্রণ রাজউক, ওয়াসা-সহ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে থাকায় সেগুলো অপরিচ্ছন্ন থাকে। যে কারণে মশা অনেক বৃদ্ধি পায়।" গত কয়েক বছরে রাজধানীর মশা নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। সেই পদক্ষেপ কতটা কাজে দিয়েছে, সেটি জানতে নতুন একটা উদ্যোগ নেওয়া হয় সম্প্রতি। ঢাকার যাত্রাবাড়ি, উত্তরা, মিরপুর, দক্ষিণখান ও সাভারের কয়েকটি জায়গায় মোট ১২টি ফাঁদ পাতেন মশা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক কবিরুল বাশারের নেতৃত্বে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষক দল। প্রতি ২৪ ঘণ্টা পরপর ফাঁদের মশা পরীক্ষা করেন এই দলটি। ফাঁদে জমা মশা নিয়ে এই দলটি গত পাঁচ মাসের একটি তথ্য প্রকাশ করেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, এই ফাঁদগুলোতে গত বছরের নভেম্বর মাসে গড়ে প্রতিদিন ২০০টি করে , ডিসেম্বরে ২২৩টি, জানুয়ারিতে ৩০০টি, ফেব্রুয়ারি ৩৩৮ এবং মার্চে ৪২০টি করে মশা ধরা পড়েছে। সেই হিসাব অনুযায়ী, তিন মাসের মধ্যে ঢাকায় মশা বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশি। সবগুলো ফাঁদে আটকা পড়া মশার গড় সংখ্যা ৪২০টি হলেও উত্তরা এবং দক্ষিণখানের চারটি ফাঁদে দৈনিক ধরা পড়ে গড়ে ৬০০টি মশা। ভেতর ও বাইরে আলাদা দুটি ফাঁদে সপ্তাহে একবার করে মাসে চারবার মশা সংগ্রহ করে হিসাব করে গড় বের করা হয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গবেষক দলটি বলছে, ফাঁদে যে সব মশা আটকা পড়েছে তার মধ্যে ৯৯ ভাগই ছিল কিউলেক্স মশা। অধ্যাপক কবিরুল বাশার জানান, "গত বছরের তুলনায় এই সময়ে মশা বেড়েছে কি না তা তুলনা করার জন্য কোনও পরিসংখ্যান আমার কাছে ছিল না। সেটি করার জন্যই আমরা এই গবেষণাটি করেছিলাম।" অধ্যাপক বাশার জানান, এভাবে ফাঁদ পেতে তারা মূলত দেখতে চেয়েছেন কোন প্রজাতির মশা কখন বাড়ছে, আবার কখন কমছে। পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে এই গবেষক দল বলছে, এই মুহূর্তে কিউলেক্স মশা বাড়ছে। তাই এখন কিউলেক্স মশা নিয়ন্ত্রণে এক ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে। আবার যখন এডিস মশা বাড়বে তখন নেওয়া দরকার আলাদা পদক্ষেপ।

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মীর খায়রুল আলম বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আমাদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতার অভাব রয়েছে। ঢাকা শহরের বাড়ির আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিংয়ে ৪৭ শতাংশ মশা থাকে। ওসব জায়গায় সিটি করপোরেশন পৌঁছাতে পারেনা। এসব নানা কারণে মশা হয়তো বাড়ছে।" ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ অবশ্য এই গবেষণা মানতে নারাজ। দক্ষিণের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. ফজলে শামসুল কবির বিবিসি বাংলাকে বলেন, "ওনারা কী গবেষণা করেছেন সেটা ওনাদের নিজস্ব বিষয়। এই গবেষণার সাথে আমি একমত নই। কারণ আমরা মনে করি দক্ষিণ সিটিতে মশা নিয়ন্ত্রণে যাচ্ছে।" রাজধানীর মশা নিধনে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের পর্যাপ্ত বাজেট থাকে। সেই সাথে বছরে বছরে বাড়ে এই বাজেটের টাকা। গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য বলছে, ঢাকার দুই সিটির চলতি অর্থ বছরে মশা মারার বাজেট ১৫২ কোটি ৮৫ লাখ টাকা। এরমধ্যে উত্তরের ১২১ কোটি ৮৪ লাখ টাকা। আর দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৩১ কোটি ১ লাখ টাকা। সিটি করপোরেশনের বাজেট হিসাবে দেখা গেছে, ঢাকা উত্তর

সিটিতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মশা মারতে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৪৯ কোটি ৩০ লাখ টাকা, পরের বছর সেটা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৮ কোটিতে। চলতি অর্থবছরে ডিএনসিসিতে মশা মারতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৮৪ কোটি টাকা। আর ঢাকার দুই সিটিতে গত ১২ বছরে ঢাকার মশা মারার আয়োজনে খরচ হয়েছে এক হাজার ২০০ কোটি টাকা। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মিজানুর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "রোজার আগে থেকেই কার্যক্রম নিয়েছি। কিছুদিন পরপরই বাৎসরিক পরিকল্পনা রিভিউ করা হয়। এখানে আমাদের বিশেষজ্ঞও আছে। তাদের সাথে সমন্বয় করে মশা নিধনে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।"

এত বাজেটের পরও কেন মশা নিয়ন্ত্রণে আনা যায় না, এমন প্রশ্নে সিটি করপোরেশনের বক্তব্য হচ্ছে মানুষ সচেতন না হলে টাকা খরচ করে যতই অভিযান চালানো হোক কোনও কাজে আসবে না। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মীর খায়রুল আলম বিবিসি বাংলাকে বলেন, "রেগুলার আমাদের ফগিং থেকে শুরু করে মশক নিধনে বিভিন্ন কার্যক্রম চালু রয়েছে। এছাড়াও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা-সহ বিভিন্ন অভিযান ও কার্যক্রম আমরা বছরব্যাপী করে থাকি। এ বছর ডেঙ্গু নিধনে আমরা চিরুনি অভিযান চালানোর প্রস্তুতি নিয়েছি।" গত বছর সারা বাংলাদেশে ডেঙ্গু পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ডেঙ্গু রোগীদের বড় একটা অংশ ছিল রাজধানী ঢাকায়। মশা নিয়ন্ত্রণে তখন নানা ধরনের উদ্যোগ নেয় ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বেসরকারি কোম্পানির মাধ্যমে সিঙ্গাপুর থেকে ব্যাসিলাস থুরিনজেনসিস সেরোটাইপ ইসরায়েলেন্সিস (বিটিআই) নামক কীটনাশক আনে। কীটতত্ত্ববিদরা বলছেন, এই কীটনাশকটি কীটপতঙ্গ ও মশা মাছির বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। আর বিটিআই ব্যবহারে মানুষ, পোষা প্রাণী, গবাদি পশু এবং উপকারী পোকামাকড়ের ক্ষতি হয় না। এর আগে মশা নিধনে টেমিফস কীটনাশক হিসেবে ব্যবহার করা হতো। পরে আরো কার্যকরী দাবি করে একটি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিটিআই আনে উত্তর সিটি। পরে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে এই বিটিআই ছিটানো কার্যক্রম শুরুও করে ঢাকা উত্তর সিটি। কিন্তু পরবর্তীতে যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মশক নিধনের এই ওষুধটি আনা হয়েছিল সেটি নিয়ে বিতর্ক ওঠে। বিষয়টি গড়ায় আদালত পর্যন্ত। তখন মশা মারতে এই বিটিআই ব্যবহার থেকে সরে আসতে হয় উত্তর সিটির। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সিইও মীর খায়রুল আলম বিবিসি বাংলাকে বলেন, “আমরা তখন বিটিআই আনলেও এটা ব্যবহার করা হয়নি। তখন আমাদের কোনও ভুল ছিল না। ওষুধের লেভেলিং ছিল সিঙ্গাপুরের। কিন্তু ভেতরের ওষুধ ছিল চায়নার। সে কারণেই তখন বিতর্ক হয়েছিল।” মি. আলম বলছেন, আর কোনও ঠিকাদার কোম্পানির মাধ্যমে নয়, এবার মশা মারতে সিটি করপোরেশন খুব শিগগিরি নিজেরাই ওষুধ আমদানি করবে। একই ধরনের নতুন ওষুধটির নাম হবে বিটিএস। সিটি করপোরেশন বলছে নতুন এই ওষুধটি আমদানি করা গেলে তখম মশা নিধনে আরো সফল হতে পারবে ঢাকার উত্তর সিটি। গত বছর ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন বিটিআই ব্যবহার করে মশা মারার উদ্যোগ নিলেও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন তা করেনি। গত কয়েক বছরে মশা মারতে একের পর এক উদ্যোগ নেওয়া হলেও এসব উদ্যোগের কোনওটিই কাজে লাগেনি। পরে সে সব উদ্যোগ থেকে পিছু হাটতে হয়। মশা মারতে সিটি করপোরেশনের লেক কিংবা পানিতে প্রথম গাপ্পি মাছ ছাড়া হয় ২০১৭-১৮ সালের দিকে। তখন সিটি করপোরেশন ও কীটতত্ত্ববিদরা বলেছিলেন, গাপ্পি মাছ মশার লার্ভা নিধনে সবচেয়ে কার্যকরী। ঢাকার ড্রেন ও জলাশয়ে গাপ্পি মাছ ছাড়ার কিছুদিন পর সেগুলোর অধিকাংশই মারা যায়। এ নিয়ে সমালোচনাও তৈরি হয়। পরবর্তীতে ঢাকার মশার লার্ভা নিধনে ঢাকার বিভিন্ন জলাশয়ে ছাড়া হয় পাঁচশোরও বেশি হাঁস। কোথাও কোথাও ছাড়া হয় তেলাপিয়া মাছ। এমনকি ব্যাঙও ছাড়া হয় অনেক জলাশয়ে। তেলাপিয়া আর গাপ্পি মাছ ঢাকার দুই সিটিতেই ছাড়া হলেও, হাঁস অবমুক্ত করা হয়েছিলো শুধু ঢাকা দক্ষিণ সিটির দশটি অঞ্চলে। কিন্তু কিছুদিনের মাথায় সেই হাসগুলো আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। অনেক জায়গায় মারা যায় মাছ। ঢাকা দক্ষিণ সিটির স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. ফজলে শামসুল কবির বিবিসি বাংলাকে বলেন, “আমরা যে সব জায়গাগুলোতে মাছ-ব্যাঙ ছেড়েছিলাম সেগুলোতে পরে আর কোনও লার্ভা পাওয়া যায়নি। তবে কিছু কিছু জায়গা থেকে আমাদের হাঁস মিসিং হয়েছে। তবে এসব পদ্ধতিতে ভালো ফলাফল পেয়েছি আমরা।”

তবে এসব পদ্ধতি কেন কাজে আসেনি সেটা নিয়েও নানা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে। তারা বলছেন, অপরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও দায়সারাভাবে কীটনাশক ছিটানোর কারণে অনেক সময় কার্যকরী ফলাফল পাওয়া যায় না। অধ্যাপক কবিরুল বাশার বিবিসি বাংলাকে বলছেন, “গাপ্পি মাছ অনেকটাই কার্যকরী। তবে অনেক সময় মশা মারতে অনেক লেক ও জলাশয়ে কীটনাশক ও পোড়া মবিল দেয়া হয়। এগুলোর কারণে সিটি করপোরেশনের ছাড়া গাপ্পি ও অন্য মাছ মরে যায়। যা হয় হিতে বিপরীত।” মশা মারতে আরো অত্যধিক পদ্ধতি ব্যবহার করে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন। মশার ওষুধ ছেটাতে তারা তারা ড্রোন ব্যবহার করে ২০২১ সাল থেকে। কিন্তু পরবর্তীতে কার্যকর ফলাফল না পাওয়ার কারণে সেই পদ্ধতি থেকে সরে আসে উত্তর সিটি। উত্তর সিটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মীর খায়রুল আলম বিবিসি বাংলাকে বলেন, “ড্রোন দিয়ে মশা মারার যে ওষুধ ছিটানো হয় সেটা আসলে মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকর। সেই সাথে এভাবে ওষুধ ছিটানোর ফলাফল খুব একটা কাজে আসে না। এ জন্য আমরা সে উদ্যোগ থেকে সরে এসেছি।” এমন অবস্থায় সামনেই আসছে বর্ষাকাল। নানা কারণে মশা বেড়েছে। বর্ষা মৌসুমে নতুন করে ডেঙ্গু বাড়ার আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন কীটতত্ত্ববিদরা। অধ্যাপক কবিরুল বাশার বলছেন, “ডেঙ্গুর সিজন আসার

আগেই সমন্বিত মশক ব্যবস্থাপনা কার্যকর করা না হলে মশা নির্মূল করা যাবে না।” এ জন্য তিনি কিউলেক্স মশা নিধনে এক ধরনের উদ্যোগ আর ডেঙ্গুবাহী এডিস মশা নিধনে আলাদা উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ:২১.০৩.২০২৪ রিহাব)

ভারতীয় পণ্য বর্জনের আন্দোলনে বিএনপিও কি জড়িয়ে পড়ল ?

বাংলাদেশে সামাজিক মাধ্যমের অনেক ব্যবহারকারী ভারতীয় পণ্য বর্জনের পক্ষে কিছুদিন ধরে যে প্রচারণা চালাচ্ছেন তাতে সংহতি প্রকাশ করেছেন দেশটির অন্যতম বিরোধী দল বিএনপির একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা। এরপরই প্রশ্ন উঠেছে বিএনপি দলীয়ভাবেই 'ভারতীয় পণ্য বর্জন' প্রচারণায় জড়িয়ে পড়ল কি না। একজন বিশ্লেষক অবশ্য বলছেন বিএনপি দলীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে এটি না করলেও দলটির একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতার এ ধরনের সংহতি প্রকাশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমে ‘দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে ভারতের বিরুদ্ধে বিএনপির যে ক্ষোভ’ তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বলে মনে করেন তিনি। তবে বিএনপির অন্য আরও কয়েকজন নেতার সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। যদিও দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা ভারতীয় পণ্য বর্জনের পক্ষে সরব প্রচারণা চালাচ্ছেন সামাজিক মাধ্যমে। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে চীনের পরে ভারত থেকেই সবচেয়ে বেশি পণ্য আমদানি হয়ে থাকে, যা মোট আমদানির প্রায় বিশ শতাংশ। এর মধ্যে পেঁয়াজের মতো জরুরি অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের জন্য ভারতের ওপর নির্ভরতা আছে বাংলাদেশের আমদানিকারকদের। অন্যদিকে বাংলাদেশে কয়েক দফায় ক্ষমতায় থাকা বিএনপির রাজনীতিতে ভারত বিরোধিতার ইতিহাস আছে। কখনো কখনো ভারতীয় নীতি নির্ধারকদের সঙ্গে দলটির সম্পর্ক ভালো করার চেষ্টা দেখা গেলেও অনেক ক্ষেত্রেই সম্পর্কের অবনতি হওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে। সব শেষ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের আগে কিছুদিন ভারতের বিষয়ে খুব একটা মুখ না খুললেও ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে ভারত নিয়ে মন্তব্য করতে শুরু করেন দলটির নেতারা। আর নির্বাচনের পর থেকে প্রকাশ্যেই ভারতীয় নীতি নির্ধারকদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তারা। কারণ তারা মনে করছেন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমাদের চাপ উপেক্ষা করে বিএনপিকে ছাড়াই যে নির্বাচনটি আওয়ামী লীগ করতে পারলো তার পেছনে ছিল ভারতীয় সমর্থন। এখানে বলে রাখা ভালো যে ২০১৪ সালের মে মাসে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি ভারতের ক্ষমতায় আসার পর থেকে নানা ঘটনায় বিএনপির নেতাদের মধ্যে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে যে ভারত বাংলাদেশে শুধু ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সঙ্গেই সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে স্বস্তিবোধ করছে। দলটির শীর্ষ নেতারা বিভিন্ন সময়ে ভারতের বিরুদ্ধে এমন ‘অবস্থান’ নেওয়ার অভিযোগ করে এর সমালোচনা করেছেন প্রকাশ্যেই। বাংলাদেশে গত কিছুদিন ধরে সামাজিক মাধ্যমে ভারতীয় পণ্য বর্জনের পক্ষে ক্যাম্পেইন করছিলো সরকার বিরোধী নানা গ্রুপ ও ব্যক্তি। বিএনপির সাথে আন্দোলনে থাকা কয়েকটি দলের ব্যানারেও এমন ক্যাম্পেইন পরিচালিত হতে দেখা গেছে ঢাকায়। কিন্তু এতদিন বিএনপি দলীয়ভাবে বা তাদের সিনিয়র নেতারা এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনও অবস্থান নেননি। শেষ পর্যন্ত বুধবার দলীয় কার্যালয়ের সামনে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ও দলটির মুখপাত্র রুহুল কবির রিজভী তার নিজের গায়ে থাকা ভারতীয় চাদর ছুড়ে ফেলে ‘ভারতীয় পণ্য বর্জনের’ প্রচারণার প্রতি সংহতি জানান। এর আগে তিনি বলেন, “সামাজিক মাধ্যমে ভারতীয় পণ্য বর্জনের যে ঢেউ দৃশ্যমান হয়েছে, তাতে মনে হয় দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী ভারতীয় পণ্য বর্জনের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছে।” পরে বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন বাংলাদেশে গত নির্বাচনে ভারতের ভূমিকার কারণে ভারতীয় পণ্য বর্জনের পক্ষে যে সামাজিক আন্দোলন তৈরি হয়েছে তাতেই সংহতি প্রকাশ করেছেন তিনি।

কিন্তু এটি বিএনপির দলীয় সিদ্ধান্ত বা অবস্থান কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, “এটি দলীয় সিদ্ধান্তের বিষয় নয়। এটি গত নির্বাচনে ভারতীয় নীতি নির্ধারক ও কূটনীতিকরা যেভাবে বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থা নিয়ে তার বিরুদ্ধে একটি সামাজিক প্রতিবাদে অংশ নেওয়া।” বাংলাদেশের সামাজিক মাধ্যমে ভারতীয় পণ্য বর্জনের এই প্রচারণা দৃশ্যমান হয় মূলত সাতই জানুয়ারির সংসদ নির্বাচনের পর থেকে। ওই নির্বাচনের আগে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্ব নির্বাচন ইস্যুতে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের ওপর প্রচণ্ড চাপ তৈরি করলেও ভারতের বক্তব্য ছিল "নির্বাচন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় ও বাংলাদেশের জনগণই ঠিক করবে কারা দেশ পরিচালনা করবে।" এরপরই ধারণা সৃষ্টি হয় যে ভারতের অবস্থানের কারণেই যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমাদের চাপ উপেক্ষা করে বিএনপিবিহীন নির্বাচন হওয়া সত্ত্বেও আবারো ক্ষমতায় আসতে পেরেছে আওয়ামী লীগ। ওই নির্বাচনের পরপরই বিএনপির সঙ্গে আন্দোলনে থাকা গণঅধিকার পরিষদ নেতা ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর ঢাকায় একাধিক রাজনৈতিক সভায় ভারতীয় পণ্য বর্জনের আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলেছেন। মি. নুর তখন বিবিসি বাংলাকে বলেছিলেন, “ভারত যদি একপাক্ষিক সম্পর্ক মেইনটেইন করে তাহলে তো আমাদের অ্যান্টি ইন্ডিয়ান হওয়া ছাড়া কোনা উপায় নাই ... এই সরকারের যেহেতু খুঁটির জোরটা হচ্ছে ভারত কাজেই সেই ভারতের বিরুদ্ধে জনগণকে আরও সংগঠিত করে একটা মুভমেন্ট দরকার যেটা মালদ্বীপের ক্ষেত্রে হয়েছে।” একই সঙ্গে দেশের বাইরে থাকা আওয়ামী লীগের সমালোচক হিসেবে পরিচিত অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টরাও একই ধরনের প্রচারণা শুরু করেন। বুধবার নিজের গায়ের চাদর ফেলে দিয়ে ভারতীয় পণ্য বর্জনের আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রকাশের পাশাপাশি দলীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, তাদের আপত্তি ভারতীয় শাসকদের পলিসি বা নীতি নিয়ে। “সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম-সহ

সব জায়গা এখন ভারত আউট ক্যাম্পেইনে উত্তাল। ভারতীয় পণ্য বর্জন করে দেশের জনগণ প্রতিবাদ জানাচ্ছে। রাজধানীতে মিছিল সমাবেশে ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক দেওয়া হচ্ছে," বলছিলেন তিনি। পরে বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, "বাংলাদেশের জনগণ মনে করে ভারতীয় নীতিনির্ধারক ও কূটনীতিকদের কারণেই বাংলাদেশের মানুষ আবারো ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এ কারণেই মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে এবং সে ক্ষোভ থেকে পণ্য বর্জনের আন্দোলন শুরু হয়েছে"। বাংলাদেশে অনেকে মনে করেন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের পর বিএনপি নেতাদের মধ্যে এই উপলব্ধি এসেছে যে 'পাবলিক সেন্টিমেন্ট ভারতের পক্ষে নয় এবং বিএনপিরও আর ভারতকে তোয়াজ করার কিছু নেই।' সে কারণেই দলটির নেতাদের অনেকে ভারত বিরোধিতাকে প্রাধান্য দিয়েই বক্তৃতা বিবৃতি দিতে শুরু করেছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জোবাইদা নাসরীন বলছেন নির্বাচনের সময় থেকেই বিএনপি ধরেই নিয়েছে যে ভারতীয় নীতি নির্ধারকরা আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিচ্ছে। "এ কারণেই তারা এখন ভারতীয় পণ্য বর্জনে সংহতির মাধ্যমে পাবলিক সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগাতে চাইছে। এটি হয়তো তাদের জন্য একটি টেস্ট কেসও হতে পারে। তারা হয়তো দেখতে চায় জনগণ কীভাবে নেয় আর ভারতই বা কেমন রেসপন্স করে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। তার মতে আগেও এক সময় বিএনপি ভারত বিরোধিতার জন্য পরিচিত ছিল। মাঝে সেই পরিচিতি কাটিয়ে ওঠে ভারতের সাথে সুসম্পর্ক তৈরির চেষ্টাও দেখা গেছে তাদের মধ্যে। "কিন্তু নির্বাচনে ভারতের অবস্থান সবার কাছে পরিষ্কার এবং তা বিএনপির পক্ষে যায়নি। ফলে তারাও এখন মানুষের সেন্টিমেন্টকে আমলে নিয়ে ভারত বিরোধী আওয়াজ জোরালো করতে চাইছে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। রুহুল কবির রিজভী অবশ্য বলছেন যে তাদের আপত্তি দেশ হিসেবে ভারত বা সে দেশের জনগণকে নিয়ে নয়। "আমরা বলছি যে ভারতীয় নীতি নির্ধারক ও কূটনীতিকরা বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে একটি বিশেষ দলের পক্ষ নিয়েছে। সে কারণেই জনমনে ভারত বিরোধিতা জোরালো হয়েছে ও পণ্য বর্জনের আন্দোলন শুরু হয়েছে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। (বিবিসি ওয়েব পেজ:২১.০৩.২০২৪ রিহাব)

সার্বজনীন পেনশন স্কিমের পরিবর্তনে কী লাভ, কী ক্ষতি ?

সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে সরকার। এর ফলে দেশের চারশোর বেশি স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত, রাষ্ট্রায়ত্ত, সংবিধিবদ্ধ বা সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ কর্মীদের বাধ্যতামূলকভাবে এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ বলছে, এর ফলে এ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অবসরের পর মাসিক ভাতা পাবেন। নতুন এই পরিবর্তন আনতে কর্তৃপক্ষ প্রত্যয় নামে নতুন একটি স্কিম যুক্ত করেছে সাত মাস আগে দেশে প্রথমবারের মতো চালু হওয়া সার্বজনীন পেনশন স্কিমে। পাশাপাশি, আগে প্রভিডেন্ট ফান্ডে সংস্থার প্রদানকৃত অর্থ কর্মচারীর 'কন্ট্রিবিউশন' এর চেয়ে কম হলেও প্রত্যয় স্কিমে প্রতিষ্ঠানকে কর্মীর সমপরিমাণ টাকা জমা দিতে হবে এমন শর্ত থাকায় পেনশনার অধিক লাভবান হবেন। তবে এই স্কিমে বর্তমান ব্যবস্থার মতো অবসরের পর এককালীন অর্থ পাওয়া যাবে না এবং সরকারি কর্মকর্তাদের তুলনায় বৈষম্যের শিকার হবেন এমন যুক্তি দেখিয়ে এর বিরোধিতা করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা। বুধবার ২০ই মার্চ অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে নতুন এই স্কিমের বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। এর আগে, গত ১৩ মার্চ সরকার এ বিষয়ে দু'টি পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করে আলোচ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারিগণের জন্য প্রযোজ্য প্রত্যয় স্কিমের রূপরেখা ঘোষণা করেছে। গত বছরের অগাস্টে বাংলাদেশে চালু করা হয় সার্বজনীন পেনশন। তখন এতে চারটি স্কিম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। সাত মাসের মাথায় এতে যুক্ত করা হলো 'প্রত্যয়' নামে নতুন এই স্কিম। প্রত্যয় স্কিমের আওতায় রাখা হয়েছে, 'স্বশাসিত, স্বায়ত্তশাসিত, রাষ্ট্রায়ত্ত, সংবিধিবদ্ধ বা সমজাতীয় সংস্থা এবং তাদের অধীনস্থ অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলোকে।' পেনশন কর্তৃপক্ষ বলছে, নতুন স্কিমটি ভিন্ন আঙ্গিকের। এর ফলে এসব প্রতিষ্ঠানে যারা ভবিষ্যতে যোগদান করবেন তারা অবসরে গেলে যেন পেনশন পান সেই বিষয়টি নিশ্চিত করা যাবে। গত সপ্তাহে প্রজ্ঞাপন জারি করে অর্থ মন্ত্রণালয় জানায়, ২০২৪ সালের পহেলা জুলাই থেকে এসব প্রতিষ্ঠানে যারা যোগদান করবেন তাদের বাধ্যতামূলকভাবে সার্বজনীন পেনশনের সর্বশেষ স্কিমের আওতাভুক্ত করতে হবে। কিন্তু এর ফলে বর্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থার মতো অবসরোত্তর সুবিধা মেলবে কিনা তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করছেন কিছু স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা। তবে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ বলছে, আগে তহবিলে সংস্থার প্রদানকৃত অর্থ ছিল কর্মচারীর 'কন্ট্রিবিউশন' এর চেয়ে কম কিন্তু প্রত্যয় স্কিমে প্রতিষ্ঠানকে কর্মীর সমপরিমাণ টাকা জমা দিতে হবে। এতে পেনশনার অধিক লাভবান হবেন। সরকারি কর্মচারীদের পরিসংখ্যান, ২০২২ এর তথ্য অনুযায়ী স্ব বা স্বায়ত্তশাসিতসহ অনুরূপ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় সোয়া চার লাখ। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের আওতায় রয়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস, বিআরটিসি, পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনসহ সকল রাষ্ট্রীয় করপোরেশন, সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন ইনস্টিটিউট। অর্থ বিভাগের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রত্যয় স্কিমের আওতায় এলেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে না এবং বিদ্যমান পেনশন/আনুতোষিক সুবিধা অক্ষুণ্ণ থাকবে। যাদের এখনো অন্তত ১০ বছর চাকরির সময়সীমা আছে তারাও চাইলে প্রত্যয় স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান কবিরুল ইজদানী খান বিবিসি বাংলাকে বলেন, নতুন স্কিমটি ভিন্ন আঙ্গিকের। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের যৌথ কন্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে যে টাকা মাসিক ভিত্তিতে জমা হবে তার মূল টাকা ও মুনাফার উপর অবসরে গেলে মাসিক ভিত্তিতে পেনশন দেয়া হবে।

বর্তমানে স্বায়ত্তশাসিত ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা 'প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল'-সিপিএফ এর মাধ্যমে অবসরকালীন সুবিধা পেয়ে আসছেন। এই ব্যবস্থায় মূল বেতন থেকে টাকা জমা রাখতে হয় তহবিলে। কর্মীরা জমা দেয় বেতনের ১০ শতাংশ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান দিয়ে থাকে আট দশমিক ৩৩ শতাংশ। মোট তহবিলের বিপরীতে সরকার ১১ থেকে ১৩ শতাংশ হারে সুদ দিয়ে থাকে। এ টাকা পেনশনে যাওয়ার পর অবসরভোগীরা এককালীন অর্থ হিসেবে পেয়ে থাকেন। অন্যদিকে, সরকারি কর্মচারীরা 'সাধারণ ভবিষ্য তহবিল'-জিপিএফের মাধ্যমে অবসরোত্তর সুবিধা পেয়ে থাকেন। তারা এককালীন অর্থের পাশাপাশি মাসিক ভাতা সুবিধা পান। কিন্তু, কেবল সিপিএফ নির্ভর হলে এককালীন সুবিধা পেলেও মাসিক ভাতা অর্থাৎ পেনশন মেলে না। কবির ইজদানী খান বলেন, প্রত্যয় স্কিম ওই প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজন ছিল। কারণ, এর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পেনশন কাঠামোর বাইরে ছিলেন। তার দাবি, পেনশনার যে পরিমাণ অর্থ জমা দিবেন তার 'বহুগুণ' বেশি তিনি পেনশন হিসেবে পাবেন।প্রজ্ঞাপন জারির পরপরই এটির বিরোধিতা করে বিবৃতি দেয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নিজামুল হক ভূঁইয়া বিবিসি বাংলাকে বলেন, সার্বজনীন হলে সেটি সবার জন্যই হওয়া উচিত। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বাইরে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত করা হলে এই ব্যবস্থা বৈষম্য উসকে দেবে। তাদের শঙ্কা, এই স্কিম কার্যকর হলে আগামীতে যোগ দেবেন এমন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা কমে যাবে। যুক্তি হিসেবে মি. ভূইয়া বলেন, এককালীন আর্থিক সুবিধা নতুনরা পাবেন কিনা এটা স্পষ্ট নয়। "পেনশন, এককালীন সুবিধা এ সমস্ত ব্যাপারে এখানে বিশদভাবে কিছু বলা হয়নি," যোগ করেন তিনি। অধ্যাপক ভূঁইয়া মনে করেন, অবসরকালীন নিশ্চয়তা একই রকম না থাকলে আগামীতে মেধাবীরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় আসতে নিরুৎসাহিত হবেন। এই ইস্যুতে বুধবার বৈঠকে বসে শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন। আগামী সপ্তাহের মধ্যে সবাই বিবৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পরবর্তীতে আন্দোলনে নামার চিন্তাভাবনাও করছেন তারা। শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের পর্যবেক্ষণের পর যদি প্রয়োজন হয় এবং সুযোগ থাকে তাহলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ আলোচনা করবেন বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এস এম মাকসুদ কামাল। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোও 'প্রত্যয়' নামের এই স্কিমের আওতায় পড়বে বলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

অবসরের পর এককালীন আর্থিক সুবিধা না মিললে এ খাতের ভবিষ্যত কর্মকর্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, বিবিসি বাংলার কাছে এমন শঙ্কার কথা জানিয়েছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনতা ব্যাংকের এক কর্মকর্তা। পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান কবিরুল ইজদানী খান বিবিসি বাংলাকে বলেন, এটা যে ভালো উদ্যোগ তাতে সন্দেহ নেই। যেহেতু নতুন ধারণা, মানুষকে সময় দিতে হবে বিষয়টি বুঝতে। তখন জনগণ এতে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করবে। এ পর্যন্ত সার্বজনীন পেনশনের জন্য প্রায় ৪০ হাজার মানুষ রেজিস্ট্রেশন করেছে। এটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে ভবিষ্যতে সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করেন মি. খান।উদ্যোগের শুরুতে সরকার মোট ছয়টি স্কিমের কথা ঘোষণা করে। তবে প্রাথমিকভাবে চালু হয় চারটি স্কিম। সেগুলো হলো:

প্রবাস

এটি শুধু বিদেশে কর্মরত বা অবস্থানকারী বাংলাদেশি নাগরিকের জন্য। এর মাসিক চাঁদার হার ধরা হয়েছে পাঁচ হাজার, সাড়ে সাত হাজার ও ১০ হাজার টাকা করে। ব্যক্তি চাইলে এই চাঁদার সমপরিমাণ অর্থ তিনি যে দেশে আছেন সে দেশের মুদ্রায় দিতে পারবেন। আবার দেশে এসে দেশি মুদ্রায়ও দিতে পারবেন। এছাড়া প্রয়োজনে প্রবাস স্কিম পরিবর্তনেরও সুযোগ থাকছে।

প্রগতি

এই স্কিম বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের জন্য। এক্ষেত্রেও তিন ভাগে চাঁদার হার ভাগ করা হয়েছে। কেউ চাইলে মাসে দুই হাজার, তিন হাজার বা পাঁচ হাজার টাকা করে দিয়ে এই স্কিমে অংশ নিতে পারবে। আবার প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের মালিকও প্রগতি স্কিমে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। সেক্ষেত্রে মোট চাঁদার অর্ধেক কর্মচারী এবং বাকি অর্ধেক প্রতিষ্ঠান বহন করবে।

সুরক্ষা

এই স্কিমটা স্বনির্ভর ব্যক্তির জন্য। অর্থাৎ কেউ কোথাও চাকরি করছেন না কিন্তু নিজে উপার্জন করতে পারেন, তারা সুরক্ষা স্কিমে অংশ নিতে পারবেন। এর আওতায় পড়েন ফ্রিল্যান্সার, কৃষক, শ্রমিক ইত্যাদি পেশার লোকজন। এই স্কিমে চাঁদার হার চার রকম- মাসে এক হাজার, দুই হাজার, তিন হাজার ও পাঁচ হাজার টাকা করে।

সমতা

এই স্কিমে চাঁদার হার একটিই - এক হাজার টাকা। তবে এক্ষেত্রে প্রতিমাসে ব্যক্তি দেবে পাঁচশ টাকা আর বাকি পাঁচশো দেবে সরকার। মূলত দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসরত স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য এই স্কিম। দারিদ্রসীমা নির্ধারণ করার দায়িত্ব বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর। যেমন বর্তমানে বছরে যাদের আয় ৬০ হাজার টাকার মধ্যে তারাই কেবল এই স্কিমের অন্তর্ভুক্ত হবেন। (বিবিসি ওয়েব পেজ:২১.০৩.২০২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

কম শিক্ষার্থী রয়েছে এমন প্রাথমিক স্কুলকে পাশের স্কুলের সঙ্গে একীভূত করা হবে

প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০–এর কম হলে পাশের স্কুলের সঙ্গে একীভূত করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ফরিদ আহাম্মদ। বৃহস্পতিবার (২১ মার্চ) সচিবালয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান তিনি। ফরিদ আহাম্মদ বলেন, "আমরা বিগত ১০ বছরের চিত্র দেখব। যেসব স্কুলে ৫০ জনের কম শিক্ষার্থী আছে, সেগুলো পাশের স্কুলের সঙ্গে একীভূত করা হবে। আমরা এ ধরনের প্রায় ৩০০টি স্কুল পেয়েছি। এগুলো আমরা যাচাই-বাছাই করছি। তবে ঢালাওভাবে সব স্কুল বন্ধ করা হবে না। স্থানীয় বাস্তবতাসহ সব অবস্থা দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।" ফরিদ আহাম্মদ বলেন, "রাঙ্গামাটির বিলায়ছড়ির একটা স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা মাত্র ৪২ জন। বিগত কয়েক বছর ধরেই ৪২ জন। ঐ স্কুল আমরা একীভূত করব না। কারণ ঐ ৪২ জন শিক্ষার্থী প্রায় ৭ থেকে ৮ কিলোমিটার দূর থেকে আসে। সুতরাং এসব ভেবে আমরা বিবেচনায় নেব। আমরা একেবারে ঢালাওভাবে সিদ্ধান্ত নেব না।" তিনি আরও বলেন, "যেখানে কয়েক বছর ধরে ৫ থেকে ৭ জন শিক্ষার্থী আছে, সেগুলো আমরা একীভূত করে দেব, এটা আমাদের নীতিগত সিদ্ধান্ত।"
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২১.০৩.২০২৪ এলিনা)

ইন্দোনেশিয়ার উত্তর উপকূলে ডুবে যাওয়া নৌকা থেকে ৬৯ রোহিঙ্গা শরণার্থী উদ্ধার

ইন্দোনেশিয়ার উপকূলে রোহিঙ্গাদের বহনকারী ডুবে যাওয়া একটি নৌকার সন্ধান পেয়েছে ইন্দোনেশিয়ার একটি তল্লাশি ও উদ্ধারকারী জাহাজ। বৃহস্পতিবার (২১ মার্চ) সেই নৌকার ধ্বংসাবশেষে আশ্রয় নেওয়া ৬৯ জন রোহিঙ্গাকে উদ্ধার করেছে তারা। উদ্ধারকারী জাহাজে থাকা এপির এক আলোকচিত্রী জানিয়েছেন, স্থানীয় মাছ ধরার নৌকায় ১০ জনকে তোলা হয়েছে এবং আরও ৫৯ জনকে ইন্দোনেশিয়ার জাহাজটি উদ্ধার করেছে। উদ্ধার করা রোহিঙ্গা নারী, পুরুষ ও শিশুরা রাতের বৃষ্টিতে ভিজে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। রাবারের ডিঙ্গি নৌকায় করে তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বুধবার ইন্দোনেশিয়ার উত্তর উপকূলে ডুবে যাওয়ার সময় ছোট নৌকাটিতে কতজন শরণার্থী ছিল তা এখনো জানা যায়নি। স্থানীয় জেলেরা প্রাথমিকভাবে ছয়জনকে জীবিত উদ্ধার করেছে। ধারণা করা হচ্ছে নৌকায় ৬০ থেকে ১০০ জনের মতো রোহিঙ্গা ছিল। প্রাথমিকভাবে উপকূলের উত্তাল পানিতে নৌকাটি খুঁজে পেতে অসুবিধা হচ্ছিল। অবশেষে বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে নৌকা ও জীবিতদের খুঁজে পাওয়া যায়। আচেহ বারাত জেলার মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের নেতা আমিরুদ্দিন বলেন, উদ্ধার করা রোহিঙ্গারা জানিয়েছেন, নৌকাটি পূর্ব দিকে যাচ্ছিল। এক পর্যায়ে এটি ফুটো হতে শুরু করে এবং তারপরে তীব্র স্রোত এটিকে আচেহর পশ্চিমের দিকে ঠেলে দেয়। ওই ছয়জন জানিয়েছিলেন, ডুবে যাওয়া নৌকায় বেঁচে থাকার চেষ্টা করছেন বাকিরা। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট মিয়ানমারের সেনাবাহিনী উত্তর রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হিংসাত্মক অভিযান শুরু করে। যা ছিল আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে গুরুতর অপরাধ। তখন সেনাবাহিনী গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। সেনাবাহিনীর নৃশংস অভিযানের ফলে, সংখ্যালঘু মুসলিম রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের অন্তত ৭ লাখ ৪০ হাজার সদস্য সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশের জনাকীর্ণ শিবির ছেড়ে প্রতিবেশী দেশগুলোতে পালানোর চেষ্টা করছে রোহিঙ্গারা। নভেম্বর থেকে ইন্দোনেশিয়ায়ও শরণার্থীর সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে। থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ার মতো ইন্দোনেশিয়াও জাতিসংঘের ১৯৫১ সালের শরণার্থী কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশ নয়। তাই শরণার্থীদের আইনি সুরক্ষা দিতে এবং তাদের গ্রহণ করতে বাধ্য নয় দেশটি। তবে তারা এখন পর্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত শরণার্থীদের সাময়িক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে। জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা জানিয়েছে, ২০২৩ সালে প্রায় সাড়ে চার হাজার রোহিঙ্গা, যাদের দুই-তৃতীয়াংশ নারী ও শিশু, তাদের জন্মভূমি মিয়ানমার ও প্রতিবেশী বাংলাদেশের শরণার্থী শিবির থেকে নৌকায় করে পালিয়ে আসে। এর মধ্যে ৫৬৯ জন বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগর পাড়ি দেওয়ার সময় মারা গেছেন বা নিখোঁজ হয়েছেন। যা ২০১৪ সালের পর থেকে সর্বোচ্চ প্রাণহানির সংখ্যা। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২১.০৩.২০২৪ এলিনা)

ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানিতে ভারতের সহায়তা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানিতে ভারতের সহায়তা চেয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৃহস্পতিবার (২১ মার্চ) বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এই সহায়তা চান। সাক্ষাৎ শেষে প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার এম নজরুল ইসলাম সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। নজরুল ইসলাম বলেন, প্রধানমন্ত্রী ভুটান থেকে সহজে বিদ্যুৎ আমদানির জন্য ভারতের সহায়তা চেয়েছেন। নজরুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করবে এবং ২৫ মার্চ ভুটানের রাজার আসন্ন সফরে এ বিষয়ে একটি চুক্তি সই হবে। একটি সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিকভাবে ভুটান থেকে দেড় হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা রয়েছে বাংলাদেশের। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ থেকে পাট ও পাটজাত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে অ্যান্টি-ডাম্পিং পরিমাপকারীদের অপসারণের জন্য ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ভারত সৈয়দপুর রেলওয়ে ওয়ার্কসপকে আধুনিকায়ন করতে পারে। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রদূতকে বলেন, দেশে অব্যাহত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কারণে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব উন্নয়ন অর্জন করেছে। তিনি উল্লেখ করেন, জাতির

পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর এবং ১৯৯৬ সালের আগে পর্যন্ত জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ী কে হবে তা একটি ‘নির্দিষ্ট মহল’ নির্ধারণ করত। শেখ হাসিনা বলেন, এ কারণেই জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও ১৯৯১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হতে পারেনি। তিনি বলেন, “কিন্তু ১৯৯৬ সালে সেই একই মহল গণমানুষের আকাঙ্ক্ষার কাছে মাথা নত করে। ওই বছর আওয়ামী লীগ প্রথমবারের মতো দুষ্টচক্র ভেঙে নির্বাচনে জয়লাভ করেছিল।” হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা বলেন, ২০২৩ সালে ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিটের (এলওসি) আওতায় বাংলাদেশে মোট চারটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আর বাস্তবায়নের জন্য আরও দুটি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের লেনদেনে রুপি-টাকার ব্যবহার, ডিজিটাল পেমেন্ট নেটওয়ার্ক এবং বঙ্গবন্ধু বায়োপিকসহ দুই দেশের কিছু যুগান্তকারী উদ্যোগ রয়েছে। প্রণয় ভার্মা বলেন, ভারত দুই দেশের মধ্যে সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারত্বের (সিইপিএ) আলোচনা এগিয়ে নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি আরও বলেন, ২০২৬ সালে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে উত্তরণের পর সিইপিএ সহায়ক হবে। তিনি বলেন, এলওসিকে প্রকল্পভিত্তিক করে তুলতে একটি নতুন কাঠামো প্রস্তুত করতে নতুন চিন্তাভাবনা ও আলোচনা চলছে। তিনি আরও বলেন, ভারত থেকে ডিজেল আমদানির জন্য সৈয়দপুর থেকে নাটোর পর্যন্ত ডিজেল পাইপলাইন সম্প্রসারণের উদ্যোগ রয়েছে। প্রণয় ভার্মা বলেন, বিশ্বখ্যাত প্রতিরক্ষা শিল্পগুলো ভারতে তাদের কারখানাগুলো স্থানান্তরিত করছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে একটি প্রতিরক্ষা কারখানা স্থাপনে ভারতের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে বাংলাদেশ। তিনি শেখ হাসিনাকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন। নজরুল ইসলাম বলেন, তিনি (প্রণয় ভার্মা) তাঁর দেশের জাতীয় নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানান এবং তিনি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। ভারতীয় হাইকমিশনার উল্লেখ করেন, তারা রংপুরে একটি অফিস স্থাপনে আগ্রহী। জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার প্রস্তাবটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিবেচনা করবে। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া এ সময় উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ভারত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপালের মধ্যে একটি উচ্চ বিদ্যুৎ গ্রিড লাইন স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। যাতে এই চার দেশের যেকোনো অংশে সহজে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করা যায়। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২১.০৩.২০২৪ এলিনা)

এনডিআই ও আইআরআই প্রতিবেদন : বিএনপি, সুশীল সমাজ, ইসি ও আওয়ামী লীগের প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মান ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলো যে প্রতিবেদন দিয়েছে তা বাস্তবসম্মত বলে মনে করছেন নির্বাচন বর্জনকারী বিএনপি ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা। আর সংস্থাটির প্রতিবেদনের কিছু অংশের সঙ্গে একমত ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নেতা ও তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত ও নির্বাচন কমিশন। তবে, প্রতিবেদনে নির্বাচনের মান ক্ষুন্ন হওয়ার বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন তারা। গত ১৭ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের দুই নির্বাচনী পর্যবেক্ষক সংস্থা ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইন্সটিটিউট (এনডিআই) ও ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের (আইআরআই) যৌথ কারিগরি পর্যালোচনা প্রতিবেদনে বলা হয়- আগের নির্বাচনী পর্বগুলোর তুলনায় এবার শারীরিক ও অনলাইন সহিংসতা কম ছিল। তার মূল কারণ হচ্ছে, দেশজুড়ে দলীয় প্রতিযোগিতার অনুপস্থিতি এবং নির্বাচনী নিরাপত্তার প্রতি রাষ্ট্রের কড়া নজর। তা সত্ত্বেও সহিংসতাসহ কয়েকটি কারণে নির্বাচনের মান ক্ষুণ্ন হয়েছে। এই নির্বাচনে কার্যকর প্রতিযোগিতা ছিল না। এই প্রতিবেদনে, বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনী সহিংসতার বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে নির্বাচনে সহিংসতার ঝুঁকি প্রশমন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আইআরআই ও এনডিআই’র তুলনামূলক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, সরকারের নির্বাহী ও আইন বিভাগ, রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ এবং অন্যান্য অংশীজনদের কাছে সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এনডিআইয়ের এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক মনপ্রীত সিং আনন্দ বলেন, “এই প্রতিবেদনটি বাংলাদেশের ভবিষ্যতে আরো শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য একটি মূল্যবান রোডম্যাপ হিসেবে অবদান রাখবে। অহিংস রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দল, সরকার এবং নাগরিক সমাজ-সহ সামাজিক-রাজনৈতিক পরিমন্ডল জুড়ে নেতাদের নির্বাচনী রাজনীতির নিয়ম, অনুশীলন এবং নিয়মগুলোর সংস্কার করার প্রয়োজন রয়েছে।” আইআরআই’র এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভাগের জ্যেষ্ঠ পরিচালক জোহানা কাও বলেন, “নির্বাচনে সহিংসতা নাগরিকদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একটি প্রধান প্রতিবন্ধক। বাংলাদেশের নির্বাচনকে পুরোপুরি অংশগ্রহণমূলক করতে হলে, সব পক্ষকে অহিংস রাজনীতিকে প্রাধান্য দিতে হবে।” আইআরআই এবং এনডিআই হলো নির্দলীয়, বেসরকারী সংস্থা যা বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং অনুশীলনকে সমর্থন ও শক্তিশালী করে। ইনস্টিটিউটগুলো গত ৩০ বছরে ৫০ টির বেশি দেশে সম্মিলিতভাবে ২০০টির বেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছে।

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে এনডিআই ও আইআরআই প্রতিবেদন অত্যন্ত বাস্তবভিত্তিক বলে মনে করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, "এনডিআই-আইআরআই তাদের তো আরও আগে থেকে জানা উচিত ছিলো যে, বাংলাদেশে বর্তমানে নির্বাচনী ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। এটা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। বর্তমান শাসকগোষ্ঠী নিজেরা ক্ষমতায় থাকার জন্য এইকাজগুলো করেছে। গত তিনটি নির্বাচন (২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি) একইভাবে করা হয়েছে। সেই কারণে আমরা (বিএনপি) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি তুলেছিলাম।" বিএনপি'র মহাসচিব বলেন, "কারণ এখানে দলীয় সরকারের অধীনে

নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয় না- এটা অতীতে প্রমাণিত হয়েছে এবং আমাদের অভিজ্ঞাতা আছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ৩ টি নির্বাচন খুব ভালো হয়েছে। এটা তো বাস্তবতা।" দলটির সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা বলেন, "এনডিআই ও আইআরআই তাদের পর্যবেক্ষন রিপোর্টে বলেছে-৭ জানুয়ারি নির্বাচনের গুণমান ক্ষুন্ন হয়েছে এবং কার্যকর প্রতিযোগিতা ছিলো না। ফলে, সরকার যতই ২৫-২৭ দল নির্বাচনে অংশ নিয়েছে দেখাতে চায় না কেন, জাতীয়-আন্তর্জাতিকভাবে বিএনপি ছাড়া নির্বাচন যে অংশগ্রহণমূলক হয় না সেটাই প্রমাণ হয়েছে এই রিপোর্টে।" "৭ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে যে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছিলো তাতে আওয়ামী লীগ জয়ী হওয়া তো দূরের কথা ১০ টি আসন যে পাবে না এটা বোঝতে পেরেছিলো"- এমন দাবি করেন রুমিন ফারহানা। বলেন, "তারা বুঝতে পেরেছিলো, বিএনপি যে বিপুল ভোটে ও সিটে জয়লাভ করবে। তাই ২৮ অক্টোবর মহাসমাবেশে ক্র্যাকডাউন মাধ্যমে বিএনপিকে নির্বাচনের মাঠ থেকে সরে যেতে বাধ্য করেছে সরকার।" ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের মান ক্ষুন্ন হয়েছে বলে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী সংস্থা যে মতামত দিয়েছে সেটি তাদের নয়, বাংলাদেশের সুশীল সমাজের বক্তব্যের প্রতিফলন বলে মনে করছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত। তিনি বলেন, "কারণ তার আগেও তারা যে রিপোর্ট করেছিল, সেখানে দেখেছি এই ধরনের কথা গুলো তারা নিজেরা বলে না। সিভিল সোসাইটির সঙ্গে তাদের যে কথা হয়, তার একটা পরিভাষা ব্যবহার করে। তাদের বক্তব্যের প্রতিফলন হিসেবে এটা নিয়ে আসে। নিজেদের ফাইন্ডিং হিসেবে তারা এই ধরনের বক্তব্য আনে না।" তিনি আরও বলেন, "এর আগে প্রি ইলেকশন এসেসমেন্ট রিপোর্টে তারা বলেছে, সিভিল সোসাইটি এবং অপজিশনের অনেক লোকজন বলছে, আরপিও'র সংশোধনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। ফলে ইসি পুরো নির্বাচন বন্ধ করতে পারবে না। তখন এই টিমের সঙ্গে জুম মিটিংয়ে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম এটা তোমাদের বক্তব্য কিনা, তারা বলেছে এটা আপনাদের অপজিশন এবং সিভিল সোসাইটি বলেছে। এজন্য আমরা এটা নিয়ে এসেছি। তখন আমি তাদেরকে বলেছি এই বিষয় গুলো নিয়ে আপনাদের আরও কিছু তদন্ত করা উচিত, কারণ এই বক্তব্য সঠিক নয়।"

সরকারের অতিরিক্ত নজরদারির কারণে নির্বাচন পুরোপুরি অংশগ্রহণমূলক হয়নি-প্রতিবেদনের এই অংশ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ আরাফাত বলেন, "প্রতিযোগিতা কম হওয়ার বিষয়ে বলতে পারি, যেহেতু আমাদের প্রধান বিরোধী দল নির্বাচনে আসে নাই। একইসঙ্গে তারা জনগনকে নির্বাচনে আসার জন্য নিরুৎসাহিত করেছে। নির্বাচনের দিন হরতাল-অগ্নি সন্ত্রাস করেছে এবং জনগনকে ভয়ভীতি দেখিয়েছে। এজন্য প্রতিযোগীতায় যেটা আদর্শ মানদণ্ড হতে পারতো, সেই তুলনায় কম হয়েছে। এটা নিয়ে আমি (প্রতিবেদনের) দ্বিমত পোষণ করি না।" যুক্তরাষ্ট্রের সংস্থাগুলোর যৌথ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- বিএনপি নির্বাচন শুধু বয়কটই করেনি, প্রতিরোধ করার অপচেষ্টা করেছে বলে দাবি করেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী। বলেন, "এতে সম্পূর্ণভাবে স্বীকারোক্তি রয়েছে যে, বিএনপির আসল চরিত্রটা কি রকম। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদের সবচেয়ে বেশি টার্গেট ছিলো শেখ হাসিনা। বিএনপি এগুলো করেছে। এখানে বেশ কিছু ভালো পর্যবেক্ষণ বের হয়ে এসেছে, যেগুলো আমরা বলছি। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যে সহিংসতা হয়েছে এটা অন্য সময়ের তুলনায় অনেক কম হয়েছে বলে প্রতিবেদন উল্লেখ আছে তুলে মোহাম্মদ আরাফাত বলেন, "তারা আরেকটা সহিংসতার কথা বলছে, সেটা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচন বয়কট করার কারণ থেকে উদ্ভুত। খেয়াল করবেন, অনেকেই এটাকে এড়িয়ে গেছে। তারপর বলছে, কেন বিরোধীরা সহিংসতার ডাক দিয়েছে। তারা ক্রমাগত সহিংসতার কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ সত্য কথা গুলো এখানে তুলে ধরা হয়েছে।" তিনি আরও বলেন, "বিএনপি নির্বাচনকে আটকে দিতে চেয়েছিল। অথচ নির্বাচন ছিল একটা সাংবিধানিক প্রক্রিয়া, এটা অনুষ্ঠিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা ছিলো। বিএনপি নির্বাচনে আসার পরে যদি কোনও ধরণের বাধা থাকলে সেটা নিয়ে অভিযোগ করতে পারতো। কিন্তু সেই কাজ বিএনপি করে নাই।" মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলেন, "সাধারণভাবে পৃথিবীর যে কোন দেশে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া অনুযায়ী বিরোধী দল যখন নির্বাচন প্রতিহত করবে এবং সহিংসতা করবে, তখন অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপ নেওয়া হয়। জেল পর্যন্ত হতে পারে। তাদের শীর্ষ নেতা থেকে শুরু করে অন্যান্যদের আইনের আওতায় আনা হয়। এটাই আমার অভিমত।"

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মান ক্ষুন্ন হয়েছে বলে যুক্তরাষ্ট্রের দুই নির্বাচনী পর্যবেক্ষক সংস্থা যে মত দিয়েছে, তার সঙ্গে দ্বিমত পোষন করেছে নির্বাচন কমিশনার বেগম রাশেদা সুলতানা। তার মতে, নির্বাচনের মান 'কখনোই' ক্ষুন্ন হয়নি। তিনি বলেন, "আমরা চেষ্টা করেছি শতভাগ ভোটারের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে নির্বাচনটা করতে। সেই জায়গায় গুরুত্ব দিয়েছি। নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিকভাবে যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছিলো সেখানে ইসির সাংবিধানিক কিংবা আইনগতভাবে কিছু করনীয় ছিলো না।" ইসি নির্বাচনের আয়োজন করেছে সাধারণ ভোটারের জন্য বলে উল্লেখ করে এই কমিশনার বলেন, "ভোটারা নির্বাচনে ভোট দিতে পেরেছে। এটা সব পত্র পত্রিকায় দেখেছি। কোথাও দেখি নাই, কোনও ভোটার ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে পারেনি। ইসি সহ যারা নির্বাচনের আয়োজনের সঙ্গে জড়িত ছিলো সবাই খুবই আন্তরিকভাবে এবং সততার নিয়ে কাজ করেছে। ফলে, নির্বাচনের মান ক্ষুন্ন হয়েছে বলে আমরা মনে করছি না।" অতীতের তুলনায় এবারের নির্বাচনে সহিংসতা কম হয়েছে বলে পর্যবেক্ষক সংস্থা যে মত দিয়েছে তার কৃতিত্ব ইসি ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে দিয়েছেন বেগম রাশেদা। তিনি বলেন, "আমরা দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই চেয়েছি একটা ভালো নির্বাচন করতে। যা জনগণের মাঝে নির্বাচন সম্পর্কে আস্থা বাড়াবে। সেজন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয়

করে কাজ করেছি। পাশাপাশি বিভিন্ন এজেন্সী এবং নির্বাচনী জোনের সঙ্গে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে বারবার বৈঠক করে সমন্বয় করে কাজ করেছি। তাদের যে সব ঘাটতি ছিলো সেগুলো পুরণ করেছি। একটা অসম্ভব রকম টিম স্পিরিট নিয়ে কাজ করেছি। আর এই টিম স্পিরিটের কারণেই নির্বাচন সহিংসতা মুক্ত হয়েছে।" "আইন মোতাবেক নির্বাচনী পোলিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে যারা জড়িত সবাইকে মোটিভেট করেছি যে একটা অবাধ সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে হবে। আমরা দায়িত্ব নিয়ে সেটা করেছি বলেই নির্বাচন সুশৃঙ্খল এবং সহিংসতামুক্ত হয়েছে," বলেও মত দিয়েছেন রাশেদা সুলতানা।

বাংলাদেশের ৭ জানুয়ারির দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দুই নির্বাচনী পর্যবেক্ষক সংস্থার রিপোর্টের সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশের সুযোগ নেই বলে মনে করেন সুশীল সমাজ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন- রিপোর্টে আরও অনেক কিছু উঠে আসে নাই। যেটা ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিবেদনে এসেছিলো। সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার বলেন, "তারা বলেছে যে, নির্বাচনটা প্রতিযোগিতামূলক হয় নাই। নির্বাচনের মান ক্ষুন্ন হয়েছে, এইগুলো তো অস্বীকার করার সুযোগ নেই। এটাই বাংলাদেশের বর্তমান নির্বাচনী ব্যবস্থার বাস্তবতা।" এনডিআই ও আইআরআই বাংলাদেশের ভবিষ্যত রাজনীতি যে সুপারিশগুলো দিয়েছে তা নিশ্চিত করতে হলে আগে ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে হবে বলেও মনে করেন এই নির্বাচন পর্যবেক্ষক। তার মতে, "ভোটাধিকার না থাকলে সবকিছুই ব্যর্থ। সুতরাং আগে ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। ভোটাদের কাছে যদি প্রার্থীদের ভোট চাইতে না আসতে হয়, তাহলে তো কোনও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন হবে না।" ক্রুটিপূর্ণ নির্বাচনে যে ধরণের বৈশিষ্ট্য থাকে সেগুলো রিপোর্টে ফুটে উঠেছে- নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ এনডিআই ও আইআরআই সঙ্গে নিজের দীর্ঘদিনের কাজের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক ড. নাজমুল আহসান কলিম উল্লাহ বলেন, "তাদের প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন দেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করেছি। নির্বাচনপূর্ব তাদের ১২ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে এসেছিলো। তাদের সঙ্গে আমার কথাও হয়েছে। তারপর ৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল এসেছিলো। তাদের মূল নজর ছিলো নির্বাচনী সহিংসতার দিকে।" তিনি বলেন, "৭ জানুয়ারির নির্বাচনের যারা ক্ষমতাসীন দলের প্রতিপক্ষ, তারা তো অংশ নেয়নি এবং প্রতিহত করার চেষ্টাও করে নাই। যার ফলে সহিংসতা হওয়ার তো কোনও সুযোগ নেই। কারণ এক হাতে তো তালি বাজে না। তাই একপক্ষ (আওয়মী লীগ) প্রতিদ্বন্দ্বি খুঁজে না পেয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। পার্টির গঠনতান্ত্রিক নিয়ম পরিহার করে নিজ দলের নেতাদের স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে উৎসাহ দিয়েছে। তাদেরকে বিদ্রোহী প্রার্থী হিসিবে চিহ্নিত করা হয়েছে। নেতাকর্মীদেরও বলা হয়েছে- তারা যে কোনও পক্ষ নিয়ে কাজ করতে পারবে। এইজন্য দল তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেবে না।" ফলে নির্বাচনে স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচিত হওয়া ৬২ জনের মধ্যে ১-২ একজন ছাড়া বাকি সবাই শাসক দল আওয়ামী লীগের নেতা বলে উল্লেখ করে এই নির্বাচন পর্যবেক্ষক বলেন, "এতে অনেক জায়গায় প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন হয়েছে, অনেক প্রাণহানী হয়েছে। কিন্তু একটা সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ ও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন বলার সুযোগ নেই। কারণ বাংলাদেশের প্রধান ৪ টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ২ টি দল নির্বাচনে অংশ নেয়নি। তারমধ্যে একটি দল বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া নির্বাচনে অংশ নেবে না সেটা প্রথম থেকে বলে আসছিলো। আর জামায়াতে ইসলাম নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে। ফলে, ৪ টি দলের ২ টি দল যখন অংশ না নেয় তখন এই নির্বাচন অংশত ক্রুটিপূর্ণ। আর এই ধরণের ক্রুটিপূর্ণ নির্বাচনে যে ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকে সেগুলো তাদের রিপোর্টে ফুটে উঠেছে।"

সিনিয়র সাংবাদিক মাসুদ কামাল বলেন, "তারা যেটা দেখেছেন এবং মনে করেছে সেটাই অবজারবেশন দিয়েছে। আমি তাদের মূল্যায়নের সঙ্গে একমত। আমাদের ভোটারদের কাছে একজনকে নির্বাচিত করার জন্য এবার পর্যাপ্ত বিকল্প ছিলো না। তারা যাদেরকে ভোট দিতে চায়, অথবা যারা সম্ভাব্য প্রার্থী হতে পারতো সেটা তো ছিলে না। সোজা কথা প্রধান বিকল্প হতে পারতো বিএনপি, তাদের প্রার্থী না থাকায় ভোটাদের জন্য এবার অতটা ভালো কোনও নির্বাচন ছিলো না। ফলে, তাদের যে মূল্যায়ন নির্বাচনের গুণগতমান ক্ষুন্ন হয়েছে, সেটা ঠিকই আছে।" তিনি আরও বলেন, "তাদের আরেকটা মূল্যায়ন ছিলো এখানে বিরোধী দলের ওপর বাড়তি চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিলো। তাদের বিরুদ্ধে নানা ধরণের অ্যাকশন নেওয়া হয়েছে। যে অ্যাকশনগুলো লজিক্যাল ছিলো না। এখানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করেছে। তাদের এই কথার সঙ্গেও আমি একমত। কারণ তখন বিরোধী দলের হাজার-হাজার লোকজন রাস্তায় বের হতে পারে নাই। আটক করে করে কারাগারে পাঠানো ছিলো আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা। অর্থাৎ সরকার যা চাইছে সেটাই হয়েছে।" তৃতীয়ত, "তাদের পর্যবেক্ষনে আরেকটি মতামত ছিলো যে, "আমাদের মিডিয়াগুলো সেলফ সেন্সর করেছিলো। এটাও সঠিক মনে হয়েছে আমার কাছে," বলে উল্লেখ করেন মাসুদ কামাল। বলেন, "কারণ আমাদের মিডিয়াগুলো নির্বাচনে তেমন কোনও ভূমিকা রাখে না। তারা জানে সঠিক ভূমিকা রাখতে গেলে সরকার নানা রকমের চাপ দিতে পারে।" বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে এনডিআই ও আইআরআই রিপোর্টে মাঠের 'পুরো চিত্র' উঠে আসে নাই বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক জাহেদ উর রহমান। তিনি বলেন, "তাদের রিপোর্ট থেকে তুলনামূলক ভালো ছিলো ইউরোপীয় ইউনিয়নের। ইউরোপীয় ইউনিয়নের রিপোর্ট ছিল বাংলাদেশের বাস্তবতার কাছাকাছি। আর এই দুই সংস্থার রিপোর্ট আমার কাছে মনে হয়েছে, নির্বাচনের দিন কি হয়েছে, বিরোধী দল না থাকার নির্বাচন যে প্রতিযোগিতামূলক হয় নাই, সহিংসতা কম হয়েছে- সেইগুলো তুলে ধরা হয়েছে।" বিষয়টি ব্যাখ্যা করে

জাহেদ উর রহমান বলেন, "নির্বাচনের দীর্ঘদিন আগে থেকে অত্যন্ত কঠোরভাবে বিরোধী দলকে দমন করা হয়েছে- সেই বিষয়টি তাদের রিপোর্টে ছিলো না। বিরোধী দলের ওপর কি পরিমাণ অত্যাচার-নিপীড়ন হয়েছে, জুডিশিয়ারি ও বিচারিক নির্যাতন হয়েছে সেটা তাদের রিপোর্টে উঠে আসে নাই।" "আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্ট যখন ভিসানীতি নিয়ে কথা বলে, তখন সেখানে তারা বলেছিলো- নির্বাচনের ভোটের একটা দিন থাকে। কিন্তু নির্বাচন শুরু হয়ে অনেক আগে থেকেই। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে বেশ আগেই তো বিএনপিসহ বিরোধী দলের ওপর পচন্ড অত্যাচার-নিপীড়ন হয়েছে। সেইগুলো তাদের অবজারবেশনে নেই। না থাকার ফলে আমার মনে হয়েছে, খুব সামান্য কথায় গাছাড়া রিপোর্ট করেছে তারা," বলে মন্তব্য করেন জাহেদ।(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২১.০৩.২০২৪ এলিনা)

আমি আর বিচার চাই না, ৮ বছরেও বিচার না পেয়ে বললেন তনুর বাবা

কলেজছাত্রী সোহাগী জাহান তনুকে হত্যার আট বছর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর পরিবার বিচার পায়নি। দোষীদের চিহ্নিত করতে কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতায় তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তাঁর পরিবার অপরিসীম দুর্ভোগ সহ্য করেছে এবং এখন ন্যায়বিচারের আর কোনো আশা দেখছে না। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের ছাত্রী ও নাট্যকর্মী তনু। ২০১৬ সালের ২০ মার্চ বাসা থেকে বের হওয়ার পর কুমিল্লা সেনানিবাসের জঙ্গলে তাঁর মরদেহ পাওয়া যায়। সোহাগী জাহান তনু হত্যাকাণ্ডের আট বছর হয়েছে। এই আট বছরেও তনুকে হত্যার সঙ্গে সম্পৃক্তদের চিহ্নিত করতে পারেনি পুলিশ বা অন্য কোনো সংস্থা। এদিকে, গত ৩ বছর তনুর পরিবারের খবর নেওয়া হয়নি বলে জানানো হয়। এ অবস্থায় তনুর মা-বাবা বিচার পাবার আশা ছেড়ে দিয়েছেন। তনুর বাবা ইয়ার হোসেন বলেন, “আমি আর বিচার চাই না। বিচার চেয়ে কী লাভ? গরিবের ওপর জুলুমের বিচার হয় না।” ইয়ার হোসেন জানান, তনুর অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দুই মসজিদে দোয়া ও এতিম শিশুদের ইফতারের আয়োজন করেন তিনি। তনুর মা আনোয়ারা বেগম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “পিবিআই (পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন) ঢাকায় বসে বসে বক্তৃতা দেয়। আমাদের ডেকে পাঠিয়ে উল্টো হয়রানি করে। আমরা গরিব। তাই বলে আমরা কারও গোলাম না যে যার কারণে মেয়ে হত্যার বিচার পাব না। ওকে অনেক কষ্ট করে লালন করেছি। কী বেদনা নিয়ে বেঁচে আছি, আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।” তিনি বলেন, “কলিজার টুকরাটা কবরে। তাঁকে ছাড়া ঈদ কীভাবে করব? এ হত্যাকাণ্ডের বিচার যদি দুনিয়ায় না হয়, আল্লাহর কাছে বিচার দিয়ে রাখলাম। আল্লাহর বিচার বড় বিচার।” তনুর পরিবার জানায়, ২০১৬ সালের ২০ মার্চ সন্ধ্যায় কুমিল্লা সেনানিবাসের ভেতরে একটি বাসায় টিউশনি করতে গিয়ে আর বাসায় ফেরেনি তনু। পরে স্বজনেরা খোঁজাখুঁজি করে রাতে বাসার অদূরে সেনানিবাসের ভেতর একটি জঙ্গলে তনুর মরদেহ পায়। পরদিন তাঁর বাবা কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অফিস সহায়ক ইয়ার হোসেন বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামাদের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি মডেল থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। থানা পুলিশ ও ডিবির পর ২০১৬ সালের ১ এপ্রিল থেকে মামলাটির তদন্তের দায়িত্ব পায় সিআইডি, কুমিল্লা। তনুর দুই দফা ময়নাতদন্তে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ফরেনসিক বিভাগ মৃত্যুর সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ করেনি। শেষ ভরসা ছিল ডিএনএ রিপোর্ট। ২০১৭ সালের মে মাসে সিআইডি তনুর জামা-কাপড় থেকে নেওয়া নমুনার ডিএনএ পরীক্ষা করে ৩ জন পুরুষের শুক্রাণু পাওয়ার কথা গণমাধ্যমকে জানিয়েছিল। সর্বশেষ সন্দেহভাজন হিসেবে ৩ জনকে ২০১৭ সালের ২৫ অক্টোবর থেকে ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত সিআইডির একটি দল ঢাকা সেনানিবাসে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এর মধ্যে ২০২০ সালের নভেম্বরে মামলাটির দায়িত্ব পিবিআইকে দেওয়া হয়। পিবিআই ঢাকার একটি টিম দায়িত্ব পাওয়ার শুরুর দিকে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে ঘুরে যায়। ২০২৩ সালের ৮ অগাস্ট তনুর খালাতো বোন লাইজু জাহানের সাক্ষ্য নেওয়ার কথা থাকলেও তা স্থগিত করা হয়। নির্ধারিত সময়ে তনুর বাবা-মা ও ভাইসহ লাইজু জাহান কুমিল্লা পিবিআই কার্যালয়ে হাজির হওয়ার পর তাদের জানানো হয় তদন্ত কর্মকর্তা অসুস্থ, তাই সাক্ষ্য গ্রহণ স্থগিত করা হয়। মামলায় সাক্ষ্য দিতে লাইজু তাঁর স্বামীর বাড়ি সিলেট থেকে একদিন আগে কুমিল্লায় পৌঁছেন। পূর্ব নির্ধারিত সময়ে লাইজু, তনুর বাবা ইয়ার হোসেন, মা আনোয়ারা বেগম ও তনুর ছোট ভাই রুবেল হোসেন কুমিল্লার নগরীর হাউজিং এস্টেট এলাকায় পিবিআই অফিসে পৌঁছেন। পরে তাদের জানানো হয় তদন্ত কর্মকর্তা অসুস্থ, তাই সাক্ষ্য নেওয়া হচ্ছে না। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পিবিআই পরিদর্শক মজিবুল হক বলেন, “সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আমরা অভিযুক্তদের শনাক্ত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি।”মামলার বাদী তনুর বাবা ইয়ার হোসেন বলেন, “যাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে রহস্য বের হতো, তাদেরকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে না। পরিবারের প্রতিটি সদস্য ও আত্মীয়স্বজন এমনকি শিক্ষকেরাও সাক্ষ্য দিয়েছে, আর কী বাকি রইল?” তনু হত্যা মামলায় আট বছরে পাঁচবার তদন্ত কর্মকর্তা বদল হয়েছে। প্রথমে ২০১৬ সালের ২১ মার্চ তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয় কোতোয়ালি মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. সাইফুল ইসলামকে। চার দিন পর তদন্তের দায়িত্ব পান কুমিল্লা জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি এ কে এম মনজুর আলম। একই বছরের ১ এপ্রিল থেকে ২৩ অগাস্ট পর্যন্ত সিআইডির পরিদর্শক গাজী মোহাম্মদ ইব্রাহীম মামলাটি তদন্ত করেন। ওই বছরের ২৪ অগাস্ট তদন্ত কর্মকর্তা বদল করে সিআইডির নোয়াখালী ও ফেনী অঞ্চলের তৎকালীন সহকারী পুলিশ সুপার জালাল উদ্দিন আহম্মদকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরে ২০২০ সালের ২১ অক্টোবর হত্যা মামলাটি সিআইডি থেকে পিবিআইয়ের ঢাকার সদর দপ্তরে স্থানান্তর করা হয়। এরপর পিবিআই তিনবার কুমিল্লায় তনুর বাবা ইয়ার হোসেন, মা আনোয়ারা বেগম ও ভাই আনোয়ার হোসেন ওরফে রুবেলের সঙ্গে কথা বলে। ২০২০ সালের নভেম্বরের পর তাঁদের সঙ্গে আর যোগাযোগ করেনি পিবিআই।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২১.০৩.২০২৪ এলিনা)

শিগগিরই 'প্রবাসী কল্যাণ সেল' গঠন করা হবে : শফিকুর রহমান

প্রবাসী ও রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের সমস্যা সমাধানে শিগগিরই 'প্রবাসী কল্যাণ সেল' গঠন হবে বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী। বৃহস্পতিবার দুপুরে (২১ মার্চ) বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে লেসন লার্নিং ফরম দ্য স্ট্রেংদেন অ্যান্ড ইনফরমেটিভ মাইগ্রেশন সিস্টেম (এসআইএমএস) প্রকল্পের আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পৃথক পৃথক কমিটি গঠনের মাধ্যমে এ সেল প্রবাসীদের সমস্যা তড়িৎগতিতে সমাধানে সর্বদা তৎপর থাকবে বলে জানান শফিকুর রহমান চৌধুরী। তিনি বলেন, কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলো পুরাতন আমলের যন্ত্রপাতি দিয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে যা নতুন প্রজন্মের কাজে লাগছে না। তাই কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলোতে আধুনিক যুগোপযোগী যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শুধু প্রবাসীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলেই হবে না, প্রশিক্ষকদের ও প্রতিনিয়ত আধুনিক প্রযুক্তির সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আধুনিক যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে কিছুদিনের মধ্যে কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলো ঢেলে সাজানো সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। বিএমইটির ট্রেনিং প্রসঙ্গে প্রতিনিধিদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিএমইটির মাধ্যমে মাত্র তিন দিনের প্রি-ওরিয়েন্টেশন কোর্স করা হয়। দ্রুত এটা আরও বাড়ানো হবে। তিনি বলেন, "প্রবাসীদের মোটিভেশন কাজ করতে হবে। তাদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে কেন মানুষ বিদেশে যেতে চায়? বাংলাদেশে শিক্ষার হার বেড়েছে। সবাইকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিতে প্রধানমন্ত্রী চেষ্টা করছেন। তারপরও আরও কর্মসংস্থান ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই।" শফিকুর রহমান চৌধুরী বলেন, প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি দেয় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড। কল্যাণ বোর্ড প্রবাসীর পরিবারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সুদৃঢ় করণের লক্ষ্যে তাদের প্রতিবন্ধী সন্তানদের উন্নয়নে ও সহায়তা ভাতা দেওয়া হয়। যা প্রবাসীর পরিবারের অর্থবহ ও টেকসই কল্যাণ নিশ্চিত করতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। তিনি বলেন, মানুষকে জানতে হবে তাদের জন্য কী ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে। বিদেশে যাওয়ার পরে তাকে কী করতে হবে, বিদেশে সে কী কী সুযোগ সুবিধা পাবে। দেশে ফেরত আসার পরে তার কী কী সুযোগ সুবিধা আছে। প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। প্রবাসীদের নানাবিধ সমস্যা সমাধানে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। সভায় এসআইএমএস প্রকল্পের মাধ্যমে অভিবাসী সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়। এসব প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনা কাজে লাগাতে করণীয় নির্ধারণ ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের ওপর জোর দেন এ খাতের সংশ্লিষ্ট এনজিও প্রতিনিধিরা। সভায় সভাপতিত্ব করেন হ্যালভেটাস বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর বেনঞ্জামিন ব্লুলু মেন্থাল। পার্লামেন্টারি ককাসের সদস্য তানভীর শাকিল জয়, জনশক্তি কমর্সংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক সালেহ আহমদ মোজাফফর এবং বিভিন্ন এনজিওর প্রতিনিধিরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২১.০৩.২০২৪ এলিনা)

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক শিক্ষক বরখাস্ত, চেয়ারম্যানকে অব্যাহতি

এক শিক্ষার্থীকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন বিভাগের দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। প্রভাষক আবু শাহেদ ইমনকে সাময়িক বরখাস্ত এবং অধ্যাপক ড. জুনায়েদ হালিমকে বিভাগীয় চেয়ারম্যানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২১ মার্চ) সিন্ডিকেটের এক জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিন্ডিকেট সভা শেষে এ সিদ্ধান্তের কথা জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম। তিনি বলেন, "যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সেলের দেওয়া প্রতিবেদনে যৌন হয়রানি ও মানসিক নির্যাতনের বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় সিন্ডিকেট এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিক্ষকের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীর দায়ের করা অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।" এ বিষয়ে আরও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানান সাদেকা হালিম। তিনি বলেন, "আমি উপাচার্য হিসেবে এখানে আসার পর আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছি। আমরা আশা করছি খুব শিগগিরই প্রতিবেদন পাওয়া যাবে।" তিনি আরও বলেন, আইন বিভাগের শিক্ষার্থী অবন্তিকার আত্মহত্যার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আম্মান সিদ্দিকী ও সহকারী প্রক্টর দ্বীন ইসলামের সাময়িক বরখাস্তের আদেশ নিয়ে সিন্ডিকেট সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। অবন্তিকার মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তে গঠিত কমিটি সম্পর্কেও সিন্ডিকেট সদস্যদের জানানো হয়েছে বলে জানান তিনি। সম্প্রতি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ফাইরুজ সাদাফ অবন্তিকার আত্মহত্যার ঘটনায় যৌন হয়রানি ও নানা নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এক শিক্ষার্থী। তিনি ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন বিভাগের প্রভাষক আবু শাহেদ ইমনের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়ন এবং একই বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জুনায়েদ হালিমের বিরুদ্ধে পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেওয়ার অভিযোগ করেন। ভুক্তভোগী ওই শিক্ষার্থী সোমবার (১৮ মার্চ) ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখায় (ডিবি) গিয়ে জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে আবেদনও করেন। এ ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের কাছেও একটি আবেদন করেন তিনি।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২১.০৩.২০২৪ এলিনা)

এআই নিয়ে সেপ্টেম্বরের মধ্যে নতুন একটি আইনের খসড়া করা হবে : আইনমন্ত্রী

এ বছরের সেপ্টেম্বরের মধ্যে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) বা এআই নিয়ে নতুন একটি আইনের খসড়া করা হবে বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক। বৃহস্পতিবার (২১ মার্চ) সচিবালয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এআই আইন নিয়ে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি। বৈঠকে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকও উপস্থিত ছিলেন। আনিসুল হক বলেন, "আমরা মনে করি আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই যেভাবে পৃথিবী বদলে দিচ্ছে, সেটার ব্যাপারে একটা আইন যে রকম সারা পৃথিবীতে চিন্তা করা হচ্ছে বাংলাদেশেও চিন্তা করা উচিত। সেই চিন্তা করার জন্যই আজ প্রাথমিকভাবে বসেছিলাম। আজ আইনের একটা মৌলিক কাঠামো (আউটলাইন) করলাম। এ বিষয়টা এত ব্যাপক একদিনের আলোচনায় শেষ হবে না।" তিনি বলেন, "আমরা যদি বলি আমাদের জ্ঞান যথেষ্ট হয়ে গেছে এ ব্যাপারে, আইন করার জন্য অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানেরও প্রয়োজন। এই আইনের খসড়ার জন্য আমরা আজ সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে একটি খসড়া তৈরি করব। সেই খসড়ায় কী কী থাকবে, সেটা নিয়ে আজ আউটলাইনটা আলাপ করেছি। সেই আউটলাইন অনুযায়ী কাজ করব।" আনিসুল হক বলেন, "এই আইনের মধ্যে যে জিনিসগুলো থাকা উচিত, মনুষ্যত্বের দিক থেকে যে বিষয়গুলো রক্ষা করা উচিত। সেগুলোর বিষয়ে আলোচনা করেছি। সেই আলোচনা শুরু হলো এবং আলোচনা চলবে।" আউটলাইনে কী কী থাকছে তা জানতে চাইলে আনিসুল হক বলেন, "এই মুহূর্তে সেটা বলতে চাই না। কারণ এটাও পরিবর্তনশীল। বিষয়টা পর্যবেক্ষণ করার জন্য ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য এবং অন্য জায়গায় কী আইন হচ্ছে সেটা একটু পরীক্ষার জন্য এই সময়টুকু নিয়েছি। আমি বিশ্বাস করি এই সময়ের মধ্যে আমরা আইনটা তৈরি করতে পারব।" আনিসুল হক বলেন, "এটি আমাদের কাছেও জানার। এর কারণ হচ্ছে আমরা কতটুকু নিয়ন্ত্রণ করব। এই জিনিসটুকু আমি বলতে পারি- মানুষের অধিকার সংরক্ষণের জন্য, সর্বক্ষেত্রে সেটা সংরক্ষণের জন্য, মানুষের সুবিধার জন্য এআই যাতে ব্যবহার করা যায় সেই চেষ্টাই করব।" ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, "অত্যন্ত সময়োপযোগী একটি সিদ্ধান্ত আইনমন্ত্রী গ্রহণ করেছেন। গত ফেব্রুয়ারিতে তিনি আমাকে নির্দেশনা দেন যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আমরা কী ভাবছি ও আইন প্রণয়নের ব্যাপারে আমরা কতটা প্রস্তুত। ওনার নির্দেশনা পাওয়ার পর আমরা তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনা করি এবং যারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে পড়াশোনা করেছেন তাদের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ, স্মার্ট গভর্ন্যান্স, স্মার্ট অর্থনীতি করতে হলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বাইপাস করে কিছু করতে পারব না।" তিনি বলেন, "এখন বড় একটা চ্যালেঞ্জ ও বড় একটা বিতর্ক হচ্ছে, আমরা কতটুকু উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করব, কতটুকু অপপ্রয়োগে নিয়ন্ত্রণ করব। এ বিষয় নিয়ে আজ আমরা আইনমন্ত্রীর কাছে এসেছিলাম। আইনমন্ত্রীও বললেন একটা আউটলাইন আমরা দাঁড় করিয়েছি।" জুনাইদ আহমেদ পলক আরও বলেন, "আগামী দিনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পরিবর্তনটা কত দ্রুত হচ্ছে, এর ব্যবহারটা কতটুকু আমরা আমাদের অর্থনীতির সমৃদ্ধি আনার জন্য, কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য করতে পারি। বিদেশি বিনিয়োগ পাওয়ার জন্য রপ্তানি আয় বৃদ্ধির জন্য এটার কী কী ব্যবহার হতে পারে যেটা উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করবে, উদ্যোক্তাদের নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে দেবে।" তিনি বলেন, "একইসঙ্গে বর্তমান বিশ্বে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যে ভয়ানক পরিণতির আশঙ্কা করা হচ্ছে যা বিভিন্ন গবেষক এবং উদ্ভাবক বলছেন, সেটাকে মাথায় রেখে আইনমন্ত্রী আমাদের নির্দেশনা দিয়েছেন। একদিকে উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা করা এবং এটার যে অপপ্রয়োগ সেটার প্রতিরোধ করা। আমাদের জনগণ, জাতীয় নিরাপত্তা এবং বিশ্ব নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের অপপ্রয়োগ যাতে না হয় সেটাকে মাথায় রেখেই আমরা আইনটা প্রণয়ন করব। সেটার জন্য আমরা একটা সময় চেয়েছি। আইনমন্ত্রী আমাদের যথেষ্ট সময় দিয়েছেন।"

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২১.০৩.২০২৪ এলিনা)

রেডিও তেহরান

হাইওয়ে পুলিশকে 'নিধিরাম সরদার' বললেন সেতুমন্ত্রী

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ও হাইওয়ে পুলিশের সক্ষমতা না বাড়ালে যত আলোচনাই করা হোক না কেন, যতই সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক না কেন তাতে কাজ হবে না বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। এ সময় পৃথিবী অনেক বদলেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। তিনি হাইওয়ে পুলিশকে'ঢাল নাই তলোয়ার নাই নিধিরাম সরদার' বলেও উল্লেখ করেন। আসন্ন পবিত্র ইদুল ফিতরে যাত্রীদের যাতায়াত নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করতে করণীয় নির্ধারণে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় ওবায়দুল কাদের এসব কথা বলেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর বনানীতে বিআরটিএর প্রধান কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, 'প্রত্যেক ইদের আগে প্রস্তুতি সভা করি। কিন্তু সভায় যেসব সিদ্ধান্ত হয়, সেগুলোর বাস্তবায়ন কতটা হয়েছে, তা ইদের পরে আর মূল্যায়ন করি না। পরিবহন মালিক ও শ্রমিক নেতাদের চাঁদাবাজির অভিযোগের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, চাঁদাবাজি অনেকের কাজ, এই চাঁদাবাজি একেবারে হয়তো বন্ধ করা যাবে না। নিয়ন্ত্রণ করে সহনশীল পর্যায়ে নেওয়ার তাগিদ দেন মন্ত্রী। (রেডিও তেহরান: ২০৩০ ২১.০৩.২০২৪ এলিনা,বাবুল আখতার)

বাংলাদেশ ধীরে ধীরে একটি পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে : হাফিজউদ্দিন আহমেদ

বাংলাদেশ ধীরে ধীরে একটি পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অব. মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমেদ। ঢাকায় আজ এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ দাবি করেন। হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, সাধারণ মানুষের যুদ্ধকে রাজনৈতিক যুদ্ধ হিসেবে চালিয়ে দেয়ার প্রবণতা আমাদের আহত করেছে। দেশে এখন গণতন্ত্র নেই, একটি মিছিল করার স্বাধীনতা নেই, এমনকি সংবাদপত্রের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই।

(রেডিও তেহরান: ২০৩০ ২১.০৩.২০২৪ এলিনা,বাবুল আখতার)

ডয়চে ভেলে

তামিমদের 'সস্তা' কাণ্ডে বিস্ময়, হতাশা

বুধবার দিনটা ছিল তামিম ইকবালের জন্মদিন। একজন ক্ষণজন্মা ক্রিকেটার, যার হাত ধরে এসেছে বাংলাদেশ ক্রিকেটের অনেক স্মরণীয় জয়। দেশের ক্রিকেটে অনেকগুলো রেকর্ডের মালিকও এখনো তিনি। এদিন তার ভেসে যাওয়ার কথা ছিল শুভেচ্ছার বন্যায়। ভেসেছেনও। কিন্তু তাকে নিয়ে এদিন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যা লেখা হয়েছে তার সবই শুভেচ্ছাময় ছিল না। ভালবাসায় ভাসিয়ে দেওয়ার বদলে বেশির ভাগ মানুষই সমালোচনায় ডুবিয়েছেন তামিমকে। একটি সংস্থার বিজ্ঞাপনী প্রচারে অংশ নিতে গিয়ে নিজেকে তিনি খুবই সস্তা বানিয়ে ফেলেছেন কি না সেই আলোচনাও হয়েছে। বিশ্বকাপের আগে থেকেই জাতীয় দল থেকে তার ছিটকে পড়া ও ফিরে আসার পথ ক্রমাগত সংকুচিত হয়ে যাওয়ার জন্য আকারে ইঙ্গিতে তামিম অনেকবার অন্যদের দায়ী করেছেন। কিন্তু এবার যে সমালোচনার মুখে তিনি পড়েছেন, তাতে অন্য কাউকে দায়ী করার সুযোগ তিনি একেবারেই পাচ্ছেন না। মোবাইল আর্থিক সেবা কোম্পানি নগদের হয়ে বিতর্কিত এই প্রচার কাজে যে তিনিই নেতৃত্ব দিয়েছেন। ফেসবুক লাইভে এসে নিজেই আবার এটাকে বলেছেন, 'নাটক'।

ঘটনার সূত্রপাত যদিও একদিন আগে। ৭১ টেলিভিশন চ্যানেলের খেলাযোগ বিভাগ ফাঁস করে বসলো তামিম আর মেহেদী হাসান মিরাজের টেলিফোন সংলাপ। রীতিমতো প্রাইম টাইম বুলেটিনে এটা প্রচার করা হলো সংবাদ হিসেবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তো দেয়া হলোই। কণ্ঠস্বর, বাচন ভংগি কোনো কিছু নিয়ে সন্দেহ করার সামান্যতম অবকাশও ছিল না। ফাঁস হওয়া এই সংলাপে তামিমের সঙ্গে মুশফিকুর রহিমের সম্পর্কের অবনতি ঘটার আলামত স্পষ্ট। মুশফিক তাকে বাদ দিয়ে কোনো এক নতুন দল গড়ছেন তা নিয়ে তামিমের যত উষ্মা। নড়েচড়ে বসল দেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা। এমনিতে সাকিব-তামিমের সম্পর্কের অবনতি ঘটায় বাংলাদেশের ক্রিকেটকে চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। এখন মুশফিকও যদি তাদের এই শীতল যুদ্ধে যোগ দেন সেটা হবে বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য আরেক অশনি সংকেত। চারদিকে তাই শুরু হয়ে যায় উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। কিন্তু রাতে যা ছিল উদ্বেগ সকাল নামতেই সেটা বিরক্তিতে রূপ নেয়। কারণ, ঘটনা ততক্ষণে অনেকেই জেনে গেছেন। তামিম-মিরাজের এই সংলাপ, যাকে পরে অনেকেই প্রলাপ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন, তা আসলে ছিল সাজানো। মোবাইল ব্যাংক নগদের বিজ্ঞাপনী প্রচারণার অংশ। টেলিভিশনের দর্শকরা এতে প্রতারিত বোধ করেছেন। তামিম, মিরাজের ভক্তরা হয়েছেন হতাশায়, বিস্ময়ে বিমূঢ়। অল্প কিছু নগদ বিনিময়ে তাদের প্রিয় ক্রিকেটাররা নগদের হয়ে এ ধরণের ভুয়া টেলিফোন সংলাপের নাটক সাজাতে পারেন এটা অনেকের কাছেই ছিল ভাবনার অতীত। ঘটনা চাউর হতেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমালোচনার ঢেউ উঠে। তামিম বলেছিলেন, সন্ধ্যায় ফেসবুক লাইভে আসবেন। তাতে কেউ কেউ আশাবাদী হয়েছিলেন এই ভেবে যে হয়তো তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু কিসের কি। লাইভে তিনি ঠিকই এসেছেন। সঙ্গে মিরাজকে তো এনেছেনই, মুশফিক আর মাহমুদুল্লাহকেও ডেকে এনে একসঙ্গে গায়ে কালি মেখেছেন। সিংহভাগ ক্রিকেটপ্রেমীর প্রতিক্রিয়া অন্তত তেমনই।

তামিম-মিরাজদের এই ভুয়া টেলিফোন সংলাপ নাটকে সংবাদ প্রচার ও পণ্য বিপণনে বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্ষেত্রে নীতি নৈতিকতার মান নিয়েও গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। একটি সংবাদ মাধ্যম কোনো ধরনের ডিসক্লেইমার না দিয়ে জেনে শুনে সাজানো কিছু খবর হিসেবে প্রচার করতে পারে কি-না সেই প্রশ্নতো উঠেছেই, একই সঙ্গে এটাও আলোচনায় এসেছে যে, পণ্য বিপণনের কাজে কেউ জাতীয় কোন আবেগ নিয়ে ছেলেখেলা করতে পারে কি-না? স্টেইট বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা, যোগাযোগ ও গণমাধ্যম অধ্যয়ন বিভাগের প্রধান, সহযোগী অধ্যাপক মো. সামসুল ইসলাম দুটি বিষয়ের কোনোটিকেই সমর্থন করতে পারেননি। তিনি বলেন, ''সাংবাদিকতার শিক্ষক হিসেবেই নয়, একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেও বলতে পারি এটা সাংবাদিকতার নীতিমালার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। সাংবাদিকতা এবং বিজ্ঞাপন, তাদের একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে এবং যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটা এই সীমারেখার একটা সুস্পষ্ট লঙ্ঘন আমরা বলতে পারি। এটা কোন ভাবেই কাম্য নয়। শুধু সাংবাদিকতা নয়, বিপণন কৌশল হিসেবেও এথিক্যালি এটা ঠিক নয়।'' ক্রিকেটারদের প্রত্যেককে তিনি মনে করেন একজন কালচারাল আইকন। একজন ক্রিকেটার কোনো ভাবেই এ ধরণের ক্যাম্পেইনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন না এমন অভিমত জানিয়ে তিনি বলেছেন, ''এ ধরণের আচরণ সাধারণ জনগণের সাথে একরকম প্রতারণা।'' নগদকে সমালোচনার কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তিনি বলেছেন, ''তাদের এই বিপণন কৌশল দেশের জনগণ ভালোভাবে নেয় নাই।'' সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক এম এম কায়সারের কাছেও পুরো বিষয়টা মনে

হয়েছে খুবই ‘সস্তা কাজ’। সংবাদ সম্প্রচার ও পণ্য বিপণনে নীতি নৈতিকতার বড় ধরণের বিচ্যুতি যে এখানে ঘটেছে সে বিষয়ে তিনিও একমত। পাশাপাশি, এই ঘটনার পর যে ক্রিকেটারদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসযোগ্যতাও প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে সেই আশঙ্কাও তিনি ব্যক্ত করেছেন। পাতানো টেলিফোন সংলাপে তামিম যেভাবে মিরাজকে বলেছেন, আমি ক্যাপ্টেন থাকলে তো এভাবে করতে পারতিনা, সেই প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেছেন, ‘‘ক্যাপ্টেন হলেই যে তাকে নম নম করতে হবে, তার আশে পাশে থাকতে হবে, তাকে তেল দিতে হবে, এধরনের কথায় এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে।’’ এমনিতেই স্পট ফিক্সিং বিতর্কের পর খেলোয়াড়দের অনেক পারফরমেন্সকেই সাধারণ মানুষ আজকাল সন্দেহের চোখে দেখে। এই ঘটনার পর কোনো ক্রিকেটার সত্য বললেও মানুষ বিশ্বাস করবে কি-না সেই প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন, ‘‘এখন কোনো ক্রিকেটার যদি কেঁদেকেটেও স্ট্যাটাস দেন, আমার মা মারা গেছেন সেটাও লোকজন প্রথমে বিশ্বাস করতে চাইবে না, ভাববে এটাও বোধ হয় কোনো ক্যাম্পেইনের অংশ।’’ নিজেদের কাণ্ডে অন্য খেলোয়াড়দের বিশ্বাসযোগ্যতাকেও প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেওয়া এই চার খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন সাংবাদিক কায়সার। তামিম এখানে পালের গোদা হলেও পুরো বিষয়টিতে অন্য ক্রিকেটারদের দায়ও দেখছেন তিনি। এদের তিন জন সাবেক জাতীয় অধিনায়ক। একজন যিনি এখনো অধিনায়ক হতে পারেননি, তিনি অনূর্ধ্ব ১৯ দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সব ফরম্যাট খেলার উপযুক্ত থাকলে ক্যাপ্টেন না হোক এখন তার ভাইস ক্যাপ্টেন থাকার কথা। পণ্য প্রচারে একজন ক্রিকেটার কতটুকু কি করতে পারে, কোথায় থামতে হবে, কতোটা নিচে নামলে তলানিতে পৌঁছে যায় মানুষ এসব তাদের ভালই জানার কথা। এমন চারজন খেলোয়াড় একটি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের ক্রীড়ানক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছেন, তাতে ক্রিকেটের সামগ্রিক ভাবমূর্তি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। যদিও এই ব্যাপারে ক্রিকেট কর্মকর্তাদের প্রতিক্রিয়া মিশ্র। বিসিবির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিজাম উদ্দিন সুজন বুধবার সন্ধ্যায় ডয়েচে ভেলেকে বলেছেন, ঘটনার আদ্যোপান্ত তিনি মাত্রই জেনেছেন। ‘‘বিজ্ঞাপনী প্রচারে অংশ নেওয়াটা খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই বিষয়ে আমার এই মুহূর্তে কোনো বক্তব্য নেই,’’ বলেছেন তিনি। তামিম, মুশফিক, মিরাজ, মাহমুদুল্লাহ এই চারজনই নগদের পণ্য দূত। তাদের দিয়ে এরকম একটা ক্যাম্পেইন করিয়ে নিতে পারায় নগদ সংশ্লিষ্টদের তাই খুশির শেষ নেই। নগদের হেড অব মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম সজল যেমনটা বলেছেন, ‘‘বিপণন কাজে মজা করা বা ইমোশনাল টাচ দিয়ে গ্রাহকদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা সবসময় থাকে। এটি আসলে সব জায়গায় দেখা যায়, সব বাজারেই মোটামুটি দেখা যায়, এখানেও আমরা খুব নির্জলা মজা করার চেষ্টা করেছি।’’ তার দাবি এই ক্যাম্পেইনে কাউকে কোনো ভাবে কটাক্ষ করা হয়নি। কারো অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া হয়নি, কোনো ধরনের উসকানিমূলক শব্দ, বাক্য বা ইঙ্গিতও এখানে নেই। তাদের জানামতে কোনো ধরনের আইনগত বাধা নিষেধও তারা এখানে পাননি। ক্যাম্পেইনটিকে তারা সফল ভাবছেন কারণ এটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। ক্ষতি যা হয়েছে তা কেবল ক্রিকেটেরই। অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট আরিফ জেবতিক যেভাবে বলছেন নিজের ফেসবুক পেইজে, ‘‘দুইদিন বাদে যদি কেউ খবর প্রকাশ করে যে, অমুক ক্রিকেটার মারা গেছে, আপনারা জানাজায় আসুন। তাহলে অনেক লোকই সেই লাশকে খোঁচা দিয়ে দেখবে যে আদৌ মারা গেছে নাকি নগদের বিজ্ঞাপন করতেছে।’’

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ:২১.০৩.২০২৪ রিহাব)

এনএইচকে

টোকিওর কাছে ৫.৩ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানলেও সুনামি দেখা দেয়নি

বৃহস্পতিবার সকালে টোকিওর কাছে ৫.৩ মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত হানলেও সুনামি দেখা যায়নি। ভূমিকম্পটি সকাল ৯টা ৮ মিনিট নাগাদ আঘাত হানে। শূন্য থেকে সাত মাত্রার ভূমিকম্পের তীব্রতা পরিমাপক জাপানি স্কেলে তোচিগি এবং সাইতামা জেলায় এর তীব্রতা ছিল নিম্ন পাঁচ। উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে শুরু করে মধ্য জাপানের অনেক এলাকায় এক থেকে চার মাত্রার কম্পন নিবন্ধন করা হয়েছে। জাপানের আবহাওয়া এজেন্সি বলছে, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল দক্ষিণ ইবারাকি জেলায় ভূগর্ভের ৪৬ কিলোমিটার গভীরে। এজেন্সির কর্মকর্তারা বলছেন যে ফিলিপাইন সাগর প্লেটটি এর উপর দিয়ে যাওয়া প্লেটের নিচে ঝুঁকে পড়ার সময় রিভার্স ফল্ট কম্পনটি ঘটে। তোচিগি জেলায় ২০২২ সালের ১৬ই মার্চ এবং সাইতামা জেলায় ২০২১ সালের ৭ই অক্টোবার শেষবারের মত নিম্ন পাঁচ তীব্রতার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল। ভূমিকম্পে কম্পনের মাত্রা যেসব এলাকায় তীব্র ছিল সেখানে পাথর গড়িয়ে পড়ার এবং ভূমিধসের ঝুঁকি থাকার কারণে কর্মকর্তারা প্রায় এক সপ্তাহ ধরে নিম্ন ৫ মাত্রার তীব্রতা পর্যন্ত কম্পন আরও দেখা দিতে পারে বলে সতর্ক করে দিচ্ছেন। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক হিরাতা নাওশি হলেন সরকারের একটি ভূমিকম্প প্যানেলের প্রধান। তিনি উল্লেখ করেছেন যে দক্ষিণ কানতো অঞ্চলে নিম্ন ৫ মাত্রার ভূমিকম্প ঘন ঘন আঘাত হানছে। আগামী কয়েক দিনে একই মাত্রার কম্পনের জন্য সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানাচ্ছেন তিনি।

(এনএইচকে ওয়েব পেজ : ২১.০৩.২০২৪ এলিনা)

রেডিও টুডে

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুনরায় বিজয়ী হওয়ায় পুতিনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন শেখ হাসিনা

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুনরায় বিজয়ী হওয়ায় ভ্লাদিমির পুতিনকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। সদ্য অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৮৭ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন পুতিন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রুশ কমিউনিটি পার্টির প্রার্থী নিকোলাই খাইরিন্নো পেয়েছেন প্রায় ৪% এর সামান্য বেশি ভোট। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পুতিনের আরও ছয় বছরের জন্য ক্ষমতায় থাকা নিশ্চিত হলো। যদিও গণতান্ত্রিক বৈধতার সংকটের কারণে এই নির্বাচন ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমারা একে নামমাত্র নির্বাচন বলে আখ্যা দিয়েছেন।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২১.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুমোদনের পর বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিত এর মেয়াদ বাড়ানোর প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর মান উন্নয়নের জন্য সরকারি আর্থিক অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মামলা ছিল। মামলায় তিনি সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন আদালত যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেই সিদ্ধান্তের বাইরে আমরা কোন কিছু করিনি।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২১.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

ইদে সড়ক দুর্ঘটনা এড়াতে থ্রি হুইলার ও মোটরসাইকেল চলাচলে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ

ইদে সড়কে দুর্ঘটনা এড়াতে থ্রি হুইলারের পাশাপাশি মোটরসাইকেল চলাচলে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন সড়ক পরিবহন সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। একই সঙ্গে ইদের তিন দিন আগে পরে মহাসড়কের ট্রাক লরি চলাচল বন্ধ রাখতে বলেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার রাজধানীর বনানীতে বিআরটিএ ভবনে এক সভায় এই নির্দেশনা দেন সড়ক পরিবহন মন্ত্রী। সভায় ঢাকা শহরে লক্কর ঝক্কর বাস চলাচল নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, ঢাকা শহরে প্রাইভেট কারগুলো কত আধুনিক কিন্তু বাসগুলোর দিকে তাকানো যায় না। ঢাকার এসব লক্কর ঝক্কর গাড়ি আমাদের উন্নয়ন অর্জনকে লজ্জা দেয়। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২১.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে তিন দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি

মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে তিন দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি। বৃহস্পতিবার রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কমিটির সভার পর এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে কমিটির আহ্বায়ক মেজর অবসরপ্রাপ্ত হাফিজ উদ্দিন আহমেদ এ কথা জানান। সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির এই নেতা বলেন মুক্তিযুদ্ধে যারা সশস্ত্র যুদ্ধ করেছেন তাদের কৃতিত্ব দিতে চায় না আওয়ামী লীগ। বাঙালি শ্রমিক, সৈনিক, ছাত্র-জনতার মিলিত উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। এই সাধারণ সত্যটির স্বীকার করতে রাজি নয় ক্ষমতাসীন দলটি। আন্তর্জাতিক শক্তির চাপে দেশ সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে পারে উল্লেখ করে হাফিজ উদ্দিন বলেন এমন পরিস্থিতিতে ক্ষমতায় গেলে ছাত্র-জনতাকে সিটিজেন আর্মি হিসেবে গড়ে তুলতে সামরিক প্রশিক্ষণ দেবে বিএনপি।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২১.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

রমজানে সড়কে ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেয়া হবে না : ট্রাফিক পুলিশ

রমজান মাসে কোন ব্যবসায়ীকে সড়কে ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেয়া হবে না বলে জানিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ। বৃহস্পতিবার রাজধানীর মিন্টু রোডে ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলা হয়। পবিত্র রমজান মাসে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নির্দেশনা শীর্ষক এই সংবাদ সম্মেলনে ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার মো. মনিবুর রহমান বলেন রমজান মাসে কোন ব্যবসায়ী সড়কে যাতে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালিত করতে না পারেন সেজন্য তারা কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২১.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

অবন্তিকার আত্মহত্যার ঘটনায় সঠিক তদন্ত ও বিভিন্ন দাবিতে উপাচার্যকে স্মারকলিপি শিক্ষার্থীদের

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ফাইরুজ সাদাব অবন্তিকার আত্মহত্যার ঘটনায় সঠিক তদন্ত ক্যাম্পাসে নিপীড়ন বিরোধী সেল কার্যকর ও শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরির দাবি জানিয়ে উপাচার্যকে স্মারকলিপি দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য সাদেকা হালিমের দপ্তরে গিয়ে শিক্ষার্থীরা তাকে এই স্মারকলিপি দেন। অবন্তিকার আত্মহত্যার ঘটনার পর থেকে নিপীড়নের বিরুদ্ধে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যানারে শিক্ষার্থীরা নানা প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে আসছে। এর অংশ হিসেবে আজ তারা এই স্মারকলিপি জমা দেন। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২১.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

চাঁদাবাজি বন্ধ করা সম্ভব নয় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে : ওবায়দুল কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন চাঁদাবাজি বন্ধ করা সম্ভব নয়, নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আমেরিকায়ও দুর্নীতি হয়। বৃহস্পতিবার সড়কপথে ইদ যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও পরিবহন নেতাদের সাথে বৈঠক শেষে তিনি এ কথা বলেন। ওবায়দুল কাদের বলে,ন এবার ইদ যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানা গুলো পর্যায়ক্রমে বন্ধ রাখতে হবে। ঘরমুখী মানুষের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে ইদের সাত দিন আগে থেকে দেশের সব সড়কে নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকবে। সেই সাথে ইদের পরের তিনদিনও বন্ধ থাকবে। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ২১.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

বেগম জিয়ার সাজা স্থগিতের মেয়াদের ফাইল প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সাজার স্থগিতের মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামতের ফাইল প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে। বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ২১.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

বিচারকের আসনে ছাদ থেকে পানি পড়ায় বিচার কাজ ১৮ মিনিট বন্ধ ছিল

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে বিচার কাজ চলাকালে এক বিচারকের আসনে ছাদ থেকে পানি পড়ায় বিচার কাজ বন্ধ ছিল প্রায় ১৮ মিনিট। বৃহস্পতিবার এ ঘটনার সময় প্রধান বিচারপতিসহ ৫ বিচারক এজলাস ছেড়ে খাস কামরায় চলে যান। পরে সকাল দশটা দুই মিনিটে আবার বিচার কাজ শুরু হয়। পুনরায় বিচার কাজ শুরু হলে অ্যাটর্নি জেনারেল এম আমিনুদ্দিন প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, ছাদটি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে ভালো করে দেখানো উচিত। এ ব্যাপারে প্রধান বিচারপতি অ্যাটর্নি জেনারেলের সহযোগিতা চান।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ২১.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

পিক এন্ড চুস নয় অনুমোদনহীন সব রেস্তোরায় অভিযান অব্যাহত রাখার কথা বলেছেন হাইকোর্ট

পিক এন্ড চুজ নয় অনুমোদনহীন সব রেস্তোরাঁয় অভিযান অব্যাহত রাখার কথা বলেছেন হাইকোর্ট। আজ বৃহস্পতিবার বিচারপতি কামরুল কাদেরের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্টের দ্বৈত বেঞ্চ এই আদেশ দেন। একইসাথে ধানমন্ডির সাত মসজিদ রোডের গাউছিয়া টুইট পিক টাওয়ারে থাকা অনুমোদনহীন ১৩ টি রেস্টুরেন্ট সিল গালাই থাকবে বলে আদেশ দেন হাইকোর্ট। এর আগে বেইলি রোড ট্রাজেডির পর বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট অভিযানে গ্রেফতারকৃত রেস্তোরাঁ শ্রমিকদের তালিকা চেয়েছিলেন হাইকোর্টের অপর একটি বেঞ্চ একইসঙ্গে শ্রমিকদের গ্রেফতার করা কেন অবৈধ হবে না তা চেয়েও রুল জারি করেন আদালত। চার সপ্তাহের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে বিবাদীদের।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ২১.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

এ বছর ফিতরার হার জনপ্রতি সর্বনিম্ন ১১৫ টাকা এবং সর্বোচ্চ ২৯৭০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে

রমজানে এ বছর ফিতরার হার জনপ্রতি সর্বনিম্ন ১১৫ টাকা এবং সর্বোচ্চ ২৯৭০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টায় বায়তুল মোকাররমের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত জাতীয় ফিতরা নির্ধারণ কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়। এর আগে গত বছর ফিতরা জনপ্রতি ২৬৪০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ১১৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। আটা, যব খেজুর, কিসমিস এবং পনিরের বাজার মূল্যের ভিত্তিতে এই ফিতরা নির্ধারণ করা হয়েছে। মুসলমানরা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী উর্পযুক্ত পণ্যগুলোর যেকোনো একটি পণ্য বা এর বাজার মূল্য দ্বারা সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে পারবেন।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ২১.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

রমজানে সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে অফিস ছুটির পরপরই বাসায় ফেরার আহ্বান ডিএমপির

রমজান মাসে সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে অফিস ছুটির পরপরই বাসায় ফেরার পরিকল্পনা নিতে নগরবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ। বৃহস্পতিবার সকালে ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার মনিবুর রহমান এই আহ্বান জানান। ইফতারের আগে বেশি যানজটের কারণ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে পুলিশের এই কর্মকর্তা বলেন, অফিস ছুটির পর যানবাহনগুলো তড়িঘড়ি করে যাতায়াতের কারণে ইফতারের আগে যানজট হয়। এ সময় যানবাহনগুলোকে যত্রতত্র যাত্রী ওঠানামা এবং বিভিন্ন মোড়ে অযাচিত জটলা না করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ২১.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রথম ধাপে ১৫২ টি উপজেলায় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ৮ই মে

উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রথম ধাপে ১৫২ টি উপজেলায় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ৮ই মে। বৃহস্পতিবার এ তফসিল ঘোষণা করেছেন নির্বাচন কমিশন। এর আগে একই দিন বেলা ১১ টায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়ালের সভাপতিতে তার সভাকক্ষে নির্বাচন কমিশনের সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়। সভা শেষে ইসির অতিরিক্ত কমিশনার অশোক কুমার দেবনাথ জানান ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী প্রথম ধাপে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ সময় ১৫ই এপ্রিল। যাচাই-বাছাই ১৭ই এপ্রিল এবং প্রত্যাহারের শেষ সময় বাইশে এপ্রিল নির্ধারণ করা হয়েছে। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ২১.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

ঢাকাসহ দেশের ১১ টি জেলায় ঝড়ের আভাস দিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর

রাজধানী ঢাকাসহ দেশের ১১ টি জেলায় ঝড়ের আভাস দিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। পাশাপাশি এসব এলাকার নদী বন্দরগুলোকে দেখাতে বলা হয়েছে সতর্ক সংকেত। আবহাওয়াবিদ এ. কে. এম. নাজমুল হক স্বাক্ষরিত এক আবহাওয়া পূর্বাভাসে এই তথ্য জানানো হয়। পূর্বাভাসে বলা হয়েছে খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও সিলেট আঞ্চলের উপর দিয়ে পশ্চিম বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা বা ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পার। এসব পূর্বাভাসে এলাকার নদী বন্দরগুলোকে এক নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ২১.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

সম্পদ বিবরণীতে তথ্য গোপনের মামলায় আমানুল্লাহ আমানকে জামিন দিয়েছেন আপিল বিভাগ

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও সম্পদ বিবরণীতে তথ্য গোপনের অভিযোগের মামলায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমানুল্লাহ আমানকে জামিন দিয়েছেন আপিল বিভাগ। বুধবার প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান এর নেতৃত্বাধীন ৫ বিচারপতির আপিল বিভাগ এই আদেশ দেন। ফলে তার কারামুক্তিতে আর কোনো বাধা নেই বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা। ২০০৭ সালের একুশে জুন অবৈধ সম্পদ অর্জন ও সম্পদ বিবরণীতে তথ্য গোপনের দায়ে আমানুল্লাহ আমানকে ১৩ বছরের কারাদণ্ড দেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত। অপরাধে প্ররোচনা দেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় একই আদালত তার স্ত্রী সাবেরাকেও তিন বছরের কারাদণ্ড দেন।

(রেডিও টুডে: ৮৪৫ ঘ. ২১.০৩.২০২৪. রুবাইয়া)

৪ কোটির উপরে মানুষ অনাহারে জীবন কাটাচ্ছে : জিএম কাদের

সরকারি হিসাব মতে, ৪ কোটির উপরে মানুষ অনাহারে জীবন কাটাচ্ছে উল্লেখ করে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি. এম. কাদের বলেছেন দেশে দুর্ভিক্ষ চলছে। বুধবার দুপুরে বনানীতে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে একথা বলেন তিনি। জি. এম. কাদের বলেন, দেশে এখন দুর্ভিক্ষ চলছে যারা একটু অবস্থা সম্পন্ন তাদেরই ধার করে চলতে হয়। যাদের স্বচ্ছলতা নেই তাদের অবস্থা আরো খারাপ। অথচ সরকারের এসব চোখে পড়ে না।

(রেডিও টুডে: ৮৪৫ ঘ. ২১.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে হট্টগোলের ঘটনায় মূল আসামিসহ ৪ জনের আগাম জামিন মঞ্জুর

সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে ভোট গণনা নিয়ে হট্টগোল ও মারামারির ঘটনার মূল আসামি নাহিদ সুলতানা জুথি ও বহিষ্কৃত অ্যাটর্নি জেনারেল জাকির হোসেন মাসুদসহ চার আসামির আগাম জামিন মঞ্জুর করেছেন হাইকোর্ট। বুধবার তাদের প্রত্যেককে আট সপ্তাহের আগাম জামিন দেন বিচারপতি আবু তাহের মো. সাইফুর রহমানের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্টের দ্বৈত বেঞ্চ। আবেদনকারী আইনজীবীর তথ্যানুসারে আগাম জামিন পাওয়া আসামিরা হলেন নাহিদ সুলতানা জুথি, জাকির হোসেন মাসুদ, শাকিলা রওশন, মৌসুমী চৌধুরী ফাতেমা। এর আগে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে ভোট গণনা নিয়ে মারামারি বা মারধরের ঘটনায় ৮ই মার্চ বিকেলে রাজধানীর শাহবাগ থানায় মামলা করেন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল এসআর সিদ্দিক সাইফ। মামলায় তাকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ আনেন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল। ঐ ঘটনায় ২০ জনের নাম উল্লেখ করে আরো ৩০ থেকে ৪০ জন অজ্ঞাতনামার বিরুদ্ধে মামলাটি করা হয়। সেখানে আইনজীবী নাহিদ সুলতানা জুথিকে প্রধান আসামি করা হয়। জুথি সমিতির নির্বাচনে সম্পাদক পদে অংশ নেন। (রেডিও টুডে: ৮৪৫ ঘ. ২১.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

মালিবাগে শাহজালাল নামে একটি রেস্তোরায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে

রাজধানীর মালিবাগে শাহজালাল নামে একটি রেস্তোরায় গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে রেস্তোরাঁটির অন্তত চারজন কর্মী দগ্ধ হয়েছেন। বুধবার সন্ধ্যার দিকে এ ঘটনা ঘটে পরে তাদের তিনজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিট এবং একজনকে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসা হয়েছে। বর্তমানে তাদের হাসপাতালের জরুরি বিভাগে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

(রেডিও টুডে: ৮৪৫ ঘ. ২১.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানিতে ভারতের সহযোগিতা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভুটান থেকে ভারতের ভূমি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ আমদানিতে সহযোগিতা চেয়েছেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা আজ সকালে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে তার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এলে প্রধানমন্ত্রী এই সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার মো. নজরুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যাশিত বিদ্যুৎ সহজে আমদানি করতে ভারতপক্ষের সহায়তা চেয়েছেন। ব্রিফিংয়ে নজরুল ইসলাম জানান, বাংলাদেশ ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করবে এবং আগামী ২৫ মার্চ ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগেলের ঢাকা সফরের সময় এ বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।

(রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ২১.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

শিক্ষার্থীকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে জবি প্রভাষককে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে

শিক্ষার্থীকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ ওঠায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন বিভাগের প্রভাষক আবু শাহিদ ইমনকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। একইসঙ্গে শিক্ষার্থীকে অসহযোগিতা করায় বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডক্টর জুনায়েদ হালিমকে চেয়ারম্যান পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে এক জরুরী সিন্ডিকেট সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিন্ডিকেট সভা শেষে সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ সাদেকা হালিম।
(রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ২১.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

দাম কমানোর দুই দিনের মাথায় আবারও দেশের বাজারে সোনার দাম বাড়ানোর ঘোষণা

দাম কমানোর মাত্র দুই দিনের মাথায় আবারও দেশের বাজারে সোনার দাম বাড়ানোর ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এ দফায় প্রতি ভরিতে সোনার দাম সর্বোচ্চ ২৯১৬ টাকা বাড়ানো হচ্ছে। তাতে ভালো মানের অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম হবে ১ লাখ ১৪ হাজার ৭৪ টাকা। এখন পর্যন্ত এটি দেশের বাজারে সোনার সর্বোচ্চ দাম। বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি বাজুস আজ বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সোনার দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন। আগামীকাল শুক্রবার থেকে নতুন এর দাম কার্‌যকর হবে। (রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ২১.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

জাগো এফএম

প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ায় পুতিনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন শেখ হাসিনা

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ায় ভ্লাদিমির পুতিনকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব হাসান জাহিদ তুষার এ তথ্য জানিয়েছেন। রাশিয়ায় ১৫ই থেকে ১৭ই মার্চ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়। নির্বাচনে পুতিন ৮৭ দশমিক ৮ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। এ জয়ের ফলে বর্তমান রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন পঞ্চমবারের মতো ক্ষমতায় বসলেন। আরো ছয় বছরের জন্য দেশটির ক্ষমতায় থাকছেন তিনি। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

ইদের তিনদিন আগে-পরে মহাসড়কে ট্রাক-লরি বন্ধ রাখতে হবে : সেতুমন্ত্রী

ইদে সড়কে দুর্ঘটনা এড়াতে থ্রি-হুইলারের পাশাপাশি মোটরসাইকেল চলাচলে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। একই সঙ্গে ইদের তিনদিন আগে-পরে মহাসড়কে ট্রাক-লরি চলাচল বন্ধ রাখতে বলেছেন। বৃহস্পতিবার রাজধানীর বনানীতে বিআরটিএ ভবনে এক সভায় এ নির্দেশনা দেন তিনি। ইদুল ফিতর উপলক্ষে যাতায়াত নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করতে অংশীজনদের নিয়ে এ সভা হয়। ওবায়দুল কাদের বলেন, 'দুর্ঘটনা নিয়ে আমাদের দুর্ভাবনা চলছেই। এই দুর্ঘটনার শেষ নেই। এখানে থ্রি-হুইলার, মোটরসাইকেল, বেপরোয়া ড্রাইভিং- সবকিছু মিলিয়ে দুর্ঘটনা ঘটছে। এজন্য নিরাপদ সড়ক প্রকল্প দ্রুততার সঙ্গে বাস্তবায়ন করতে হবে। যদি শীতল মনোভাব নিয়ে থাকি, তাহলে দুর্ঘটনা হতেই থাকবে। এ ব্যাপারে দোষ না চাপিয়ে যার যার দায়িত্ব পালন করা উচিত।' ঈদযাত্রায় থ্রি-হুইলার ও মোটরসাইকেলকে সবচেয়ে বড় উপদ্রব উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এখানে একটি নীতিমালা করা দরকার। ২২টি সড়ক-মহাসড়কে এসব চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু তা কার্যকর হচ্ছে না। এখানে হাইওয়ে পুলিশ ও বিআরটিএ-এর সক্ষমতা বাড়াতে হবে। এটা যদি না হয় তাহলে যত সিদ্ধান্ত নেই না কেন, তা বাস্তবায়ন করা কঠিন।' এসময় ঢাকা শহরে এখনো লক্কড়ঝক্কড় বাস চলাচল নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, 'ঢাকা শহরে এসব গাড়ি তৈরির অনেক কারখানা আছে। আমি নিজে দেখেছি। গাড়িতে রং লাগাচ্ছে। ১০ দিনও থাকে না এসব রং।' মন্ত্রী বলেন, 'ঢাকা শহরে প্রাইভেটকার কত আধুনিক। কিন্তু বাসগুলোর দিকে তাকানো যায় না। মফস্বল ও চট্টগ্রামে চলাচল করা গাড়ি এর থেকে ভালো। ঢাকার এসব লক্কড়ঝক্কড় গাড়ি আমাদের উন্নয়ন অর্জনকে লজ্জা দেয়।' এসময় বাসমালিকদের ঈদ উপলক্ষে লোক দেখানো নয়, বাসগুলোকে মোটামুটি ফিটনেসে আনার আহ্বান জানান তিনি। মত বিনিময় সভায় ঈদের যানজটের সম্ভাব্য ১৫৫টি স্থান চিহ্নিত করা হয়। তবে মন্ত্রী কয়েকটি স্থানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেন, 'ইদের সময় দুটা জায়গায় ঠিক করেন সব ঠিক। ঢাকায় হানিফ ফ্লাইওভারে ফেনী থেকে আসতে যে সময় লাগে, সেই ফ্লাইওভার পার হতে এর চেয়ে বেশি সময় লাগে। এখানে একটা কিন্তু আছে। সেটা দেখতে হবে। আর গাজীপুরের চন্দ্রা, বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাড়সহ কয়েকটা জায়গা ঠিক করতে হবে।' তিনি বলেন, 'উত্তরবঙ্গটাই আসল। চট্টগ্রামে সমস্যা হবে না। সিলেট সড়কের কাজ কয়েকদিন বন্ধ রাখুন। নতুবা বৃষ্টির পানি আর নির্মাণাধীন রাস্তার ইট-বালুতে সব একাকার হয়ে যাবে। গাজীপুরের বিষয়টি আমি নিজেই দেখছি। চৌরাস্তায় সাতটি ফ্লাইওভার খুলে দেওয়া হচ্ছে। গাজীপুরে এমনিতেই এখন আর উল্লেখযোগ্য যানজট নেই।' গাড়ির চাপ থাকলে যানজট হবেই জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, 'একেবারে যানজট মুক্ত হবে এই দাবি করা সমীচীন নয়।' ইদযাত্রায় গাড়ি চলাচল সচল রাখতে ইদের আগে-পরে পাঁচদিন স্টেশন খোলা রাখতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান সেতুমন্ত্রী। ইদযাত্রায় অতিরিক্ত ভাড়া নিয়ে মনিটরিং থাকলেও যারা অতিরিক্ত ভাড়া নেয়, তাদের আগেভাগেই সতর্ক করে দেওয়ার কথা বলেন তিনি। এসময় পরিবহনে চাঁদাবাজি একেবারে বন্ধ করা সম্ভব নয় জানিয়ে তিনি বলেন, 'এটি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।' ২২টি সড়ক-মহাসড়কে নিরাপদ রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন ওবায়দুল কাদের। এক্ষেত্রে তিনি অনেক

জনপ্রতিনিধিদের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'কোনো কোনো জনপ্রতিনিধি থ্রি-হুইলার সড়কে চলতে দেন। গরিবের জন্য এত দরদ, কিন্তু এতে করে কতজনের যে প্রাণহানি হয়, জীবন আগে না জীবিকা আগে ?' ওবায়দুল কাদের বলেন, 'ইদের তিনদিন আগে ও পরের তিনদিন মহাসড়কে ট্রাক, কার্ভার্ড ভ্যান, লরি চলাচল বন্ধ রাখতে হবে। এখানে শুধু প্রয়োজনীয় খাদ্য, গার্মেন্টস, জ্বালানি, ঔষধ বহনকারী যানবাহন চলবে।' মত বিনিময় সভায় ইদযাত্রাকে স্বস্তিদায়ক ও নির্বিঘ্ন করতে অংশীজনরা তাদের মতামত ও সুপারিশ তুলে ধরেন। এছাড়া দুর্ঘটনায় নিহত পাঁচজনের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেওয়া হয়। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

সেপ্টেম্বরের মধ্যে এআই আইনের খসড়া করা হবে : আইনমন্ত্রী

আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই নিয়ে নতুন একটি আইনের খসড়া করা হবে বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক। বৃহস্পতিবার ২১শে মার্চ সচিবালয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এআই আইন নিয়ে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান মন্ত্রী। বৈঠকে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকও উপস্থিত ছিলেন। আইনমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা মনে করি আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই যেভাবে পৃথিবী বদলে দিচ্ছে, সেটার ব্যাপারে একটা আইন যে রকম সারা পৃথিবীতে চিন্তা করা হচ্ছে বাংলাদেশেও চিন্তা করা উচিত। সেই চিন্তা করার জন্যই আজ প্রাথমিকভাবে বসেছিলাম। আজ আইনের একটা আউটলাইন করলাম। এ বিষয়টা এত ব্যাপক একদিনের আলোচনায় শেষ হবে না।’ তিনি বলেন, ‘আমরা যদি বলি আমাদের জ্ঞান যথেষ্ট হয়ে গেছে এ ব্যাপারে, আইন করার জন্য অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানেরও প্রয়োজন। এই আইনের খসড়ার জন্য আমরা আজ সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে একটি খসড়া তৈরি করবো। সেই খসড়ায় কী কী থাকবে, সেটা নিয়ে আজ আউটলাইনটা আলাপ করেছি। সেই আউটলাইন অনুযায়ী কাজ করব। এই আইনের মধ্যে যে জিনিসগুলো থাকা উচিত, মনুষ্যত্বের দিক থেকে যে বিষয়গুলো রক্ষা করা উচিত সেগুলোর বিষয়ে আলোচনা করেছি। সেই আলোচনা শুরু হলো এবং আলোচনা চলবে।’ আউটলাইনে কী কী থাকছে, জানতে চাইলে আইনমন্ত্রী বলেন, ‘এই মুহূর্তে সেটা বলতে চাই না। কারণ এটাও পরিবর্তনশীল। বিষয়টা পর্যবেক্ষণ করার জন্য এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য, অন্য জায়গায় কী আইন হচ্ছে সেটা একটু পরীক্ষার জন্য এই সময়টুকু নিয়েছি। আমি বিশ্বাস করি এ সময়ের মধ্যে আমরা এ আইনটা তৈরি করতে পারবো।’ এই আইনের ফলে কী হবে জানতে চাইলে আনিসুল হক বলেন, ‘এটি আমাদের কাছেও জিজ্ঞাস্য। এর কারণ হচ্ছে আমরা কতটুকু নিয়ন্ত্রণ করব। এই জিনিসটুকু আমি বলতে পারি মানুষের অধিকার সংরক্ষণের জন্য, সর্বক্ষেত্রে সেটা সংরক্ষণের জন্য, মানুষের সুবিধার জন্য এআই যাতে ব্যবহার করা যায় সেই চেষ্টাই করব।’ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, ‘অত্যন্ত সময়োপযোগী একটি সিদ্ধান্ত আইনমন্ত্রী মহোদয় গ্রহণ করেছেন। গত ফেব্রুয়ারিতে তিনি আমাকে নির্দেশনা দেন যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আমরা কী ভাবছি ও আইন প্রণয়নের ব্যাপারে আমরা কতটা প্রস্তুত। উনার নির্দেশনা পাওয়ার পর আমরা তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা মহোদয়ের সঙ্গে আলোচনা করি এবং যারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে পড়াশোনা করেছেন তাদের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ, স্মার্ট গভর্ন্যান্স, স্মার্ট অর্থনীতি করতে হলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বাইপাস করে কিছু করতে পারবো না।’ তিনি বলেন, ‘এখন বড় একটা চ্যালেঞ্জ ও বড় একটা বিতর্ক হচ্ছে, আমরা কতটুকু উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করব কতটুকু অপপ্রয়োগে নিয়ন্ত্রণ করব। এ বিষয় নিয়ে আজ আমরা আইনমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এসেছিলাম। মাননীয় আইনমন্ত্রী মহোদয়ও বললেন একটা আউটলাইন আমরা দাঁড় করিয়েছি। আগামী দিনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পরিবর্তনটা কত দ্রুত হচ্ছে, এর ব্যবহারটা কতটুকু আমরা আমাদের অর্থনীতির সমৃদ্ধি আনার জন্য, কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য করতে পারি। বিদেশি বিনিয়োগ পাওয়ার জন্য রপ্তানি আয় বৃদ্ধির জন্য এটার কী কী ব্যবহার হতে পারে যেটা উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করবে, উদ্যোক্তাদের নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে দেবে।' জুনাইদ আহমেদ পলক আরো বলেন, ‘একই সঙ্গে বর্তমান বিশ্বে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যে ভয়ানক পরিণতি আশঙ্কা করা হচ্ছে যা বিভিন্ন গবেষক এবং উদ্ভাবক বলছেন, সেটাকে মাথায় রেখে আইনমন্ত্রী মহোদয় আমাদের নির্দেশনা দিয়েছেন। একদিকে উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা করা এবং এটার যে অপপ্রয়োগ সেটার প্রতিরোধ করা। আমাদের জনগণ, জাতীয় নিরাপত্তা এবং বিশ্ব নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের কোনো অপপ্রয়োগ যাতে না হয় সেটাকে মাথায় রেখেই আমরা আইনটা প্রণয়ন করবো। সেটার জন্য আমরা একটা সময় চেয়েছি। আইনমন্ত্রী আমাদের যথেষ্ট সময় দিয়েছেন।’ প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘এ বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের আইন দেখেছি, পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের এক্সিকিউটিভ অর্ডার দেখেছি, দক্ষিণ কোরিয়াসহ যেসব দেশ ২০১৭ সাল থেকে বিভিন্ন পলিসি, গাইডলাইন, আইন করেছে সেগুলো স্টাডি করছি। পাশাপাশি বাংলাদেশের মেধাবী ছেলেমেয়ে যারা পড়াশোনা করেছে এবং জানে বোঝে তাদের মতামত নিয়ে এবং স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে পরামর্শ করে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আবার আসবো।'
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর খালেদার মুক্তির মেয়াদের প্রজ্ঞাপন : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুমোদনের পর বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার মুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। বৃহস্পতিবার, ২১শে মার্চ সচিবালয়ে মাদকদ্রব্য নিরাময় কেন্দ্রগুলোকে সহায়তার চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন,

'আমরা যেটা চাই প্রতিবার যে আইনগত কোনো জটিলতা আছে কি না, আইনমন্ত্রী আমাদের ফাইলটি ফেরত পাঠিয়েছেন। কোনো আইনগত জটিলতা নেই। এখন আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে ফাইলটি পাঠাবো। তিনি সম্মতি দিলে আমরা একটি জিও করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেবো। সবকিছুরই প্রসেস চলছে।' তাহলে কি সাজা ছয় মাসই মওকুফ থাকছে, জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'যে রকমভাবে আমরা দিয়ে আসছি আগেসেই রকমভাবেই চলবে।' খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসার বিষয়ে সরকারের আপত্তির বিষয়ে জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, 'ঘটনা হলো খালেদা জিয়ার মামলা ছিল, মামলায় তিনি সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং তার নামে আরো কিছু মামলা আছে।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন, 'কোর্ট থেকে যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে সিদ্ধান্তের বাইরে কোনো কিছু আমরা করিনি। কোর্টের সিদ্ধান্তের পরেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী তার ক্ষমতাবলে তাকে বাসায় থেকে সুচিকিৎসা নেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সাজাটা স্থগিত করে। এটাই হলো বর্তমান অবস্থা। আমাদের দেশে যারা আদালত থেকে অপরাধের দণ্ডপ্রাপ্ত হন তারা যে নিয়মে চলে সে অনুযায়ী চলছে, এর ব্যত্যয় ঘটেনি।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

প্রতিবন্ধী নারী সালমা বেগমের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস সমাজকল্যাণ মন্ত্রীর

চার শিশু পুত্র, পঙ্গু স্ত্রী নিয়ে অথৈ সাগরে শফিকুল এ শিরোনামে গত ১৩ই ফেব্রুয়ারি একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. দীপু মনির দৃষ্টিগোচর হয়। বৃহস্পতিবার, ২১শে মার্চ মন্ত্রীর উপস্থিতিতে সুবর্ণ ভবন, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে সালমা আক্তারের কৃত্রিম পা হস্তান্তরিত হয়। এসময় মন্ত্রী সালমা বেগমের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। প্রকাশিত সংবাদ নজরে আসার পর মন্ত্রীর তাৎক্ষণিক নির্দেশনায় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন খবরের সূত্র ধরে শফিকুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করে তার পঙ্গু স্ত্রী সালমা আক্তারের জন্য শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, ইআরসিপিএইচ, সমাজসেবা অধিদফতর হতে একটি কৃত্রিম পা তৈরি করে সংযোজনের ব্যবস্থা করে। এছাড়া জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন হতে সালমা আক্তারকে এককালীন ১০ হাজার টাকা অনুদান হিসেবে দেওয়া হয়েছে। নয়াপল্টনে রাস্তা পার হওয়ার সময় প্রাইভেটকারের ধাক্কায় সালমা আক্তারের পা ভেঙে যায়, যা পরবর্তীতে কেটে ফেলতে হয়। তার স্বামী শফিকুল ইসলাম একজন রিকশাচালক। তিনি ঢাকা শহরে রিকশা চালান তার গ্রামের বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলায়।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

প্রধানমন্ত্রীর সদ্য প্রয়াত প্রেস সচিব ইহসানুল করিমের আত্মার শান্তি কামনায় দোয়া মাহফিল

প্রধানমন্ত্রীর সদ্য প্রয়াত প্রেস সচিব ইহসানুল করিমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার, ২১শে মার্চ বাদ জোহর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মসজিদে এ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার নজরুল ইসলাম, প্রেস উইং কর্মকর্তারা, কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রয়াত প্রেস সচিবের পরিবারের পক্ষ থেকে তার ছেলে মইনুল করিম আভাস-সহ আরো অনেকেই। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

২৩-২৫শে মার্চ স্মৃতিসৌধে সর্বসাধারণের প্রবেশ বন্ধ

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হবে। এ লক্ষ্যে আগামী ২৩ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে সর্বসাধারণের প্রবেশ বন্ধ থাকবে। বৃহস্পতিবার, ২১শে মার্চ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, ২৬শে মার্চ প্রত্যুষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা স্মৃতিসৌধ ত্যাগ না করা পর্যন্ত সর্বসাধারণের প্রবেশ বন্ধ থাকবে। জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণকালে ফুলের বাগান বা লনের যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সেদিকে সতর্ক থাকতে সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা হয়েছে। একই সঙ্গে স্মৃতিসৌধের পবিত্রতা ও সার্বিক সৌন্দর্য বজায় রাখতে সবার সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত ধারাবাহিক মূল্যায়ন, সাময়িক পরীক্ষা হবে না : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব

নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে এখন থেকে প্রথম-তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা হবে না। এমন তথ্য জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ফরিদ আহাম্মদ। বৃহস্পতিবার, ২১শে মার্চ সচিবালয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে তিনি এ তথ্য জানান। গত বছর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। প্রথম বছর প্রথম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে নতুন এই শিক্ষাক্রম শুরু হয়। আর গত জানুয়ারি শুরু হওয়া নতুন শিক্ষাবর্ষে ঐ তিন শ্রেণি ছাড়াও নতুন করে দ্বিতীয়, তৃতীয়, অষ্টম ও নবম শ্রেণিতে চালু হয়েছে এই শিক্ষাক্রম। পর্যায়ক্রমে ২০২৭ সালে দ্বাদশ শ্রেণিতে বাস্তবায়িত হবে নতুন শিক্ষাক্রম। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বছরে তিনটি পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হতো। যেহেতু এ বছর প্রাথমিকের তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত নতুন শিক্ষাক্রম চালু হয়েছে, তাই সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসা ছিল তৃতীয় পর্যন্ত আগের মতো প্রথম ও দ্বিতীয় সাময়িক বা বার্ষিক পরীক্ষা হবে কি না। উত্তরে সচিব বলেন, 'পরীক্ষা নেয় বিষয়টি তেমন নয়। মূল্যায়ন পদ্ধতিটা ভিন্ন। এটা হলো ধারাবাহিক মূল্যায়ন। ধারাবাহিক মূল্যায়ন মানে একটা শিক্ষার্থীর সামগ্রিক আচরণ অবজার্ভ করে, এটি মূল্যায়নের মাধ্যমে মূল্যায়ন। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত আমরা লিখিত পরীক্ষা,

বইয়ের বোঝা থেকে আমরা তাদেরকে মুক্ত করেছি। তিনি বলেন, মূল কথা হলো তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত প্রথম সাময়িক, দ্বিতীয় সাময়িক-এটি আর থাকবে না। মূল্যায়নের পদ্ধতি ভিন্ন হবে, যেহেতু ধারাবাহিক মূল্যায়ন। মূল্যায়ন হবে, কিন্তু আগের মতো গতানুগতিক না। ধারাবাহিক মূল্যায়ন থাকবে।' সচিব বলেন, 'এ মূল্যায়ণ একটা অ্যাপসের মাধ্যমে করা হবে। অ্যাপসটি ইতোমধ্যে তৈরি হয়েছে। এটা আমরা সহসায় পেয়ে যাবো। মূল কথা হলো তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত প্রথম সাময়িক, দ্বিতীয় সাময়িক এটি আর থাকবে না। শিক্ষকরা যাতে দ্রুত মূল্যায়ন করতে পারে এ জন্য এনসিটিবি অ্যাপস করছে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

রমজানে ইতিবাচক অনুষ্ঠানে নিষেধাজ্ঞা দেয়নি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রমজানের অনুষ্ঠান আয়োজনে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে সম্প্রতি কয়েকটি পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়। ঐ সংবাদের বিষয়ে এক বিবৃতিতে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাবি। এতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কখনো রমজানে শান্তিপূর্ণ ও ইতিবাচক অনুষ্ঠান আয়োজনে কোনো নিষেধাজ্ঞা দেয়নি। বৃহস্পতিবার, ২১শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতরের পরিচালক মাহমুদ আলমের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘রমজানের অনুষ্ঠান আয়োজনে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রতিবেদনগুলোতে বলা হয়েছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রমজানের আলোচনা সম্পর্কিত অনুষ্ঠান আয়োজনে কর্তৃপক্ষ নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। এটি সম্পূর্ণরূপে একটি অসত্য, বিভ্রান্তিকর ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রতিবেদন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে প্রক্টর অফিস থেকে সম্প্রতি একটি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তিতে রমজানের অনুষ্ঠান আয়োজনে নিষেধাজ্ঞা শব্দটি কোথাও উল্লেখ নেই।' এতে আরো বলা হয়, ‘প্রকৃতপক্ষে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কখনো রমজানে শান্তিপূর্ণ ও ইতিবাচক অনুষ্ঠান আয়োজনে কোনো নিষেধাজ্ঞা দেয়নি। বলাবাহুল্য প্রতিদিনই ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ইফতার মাহফিলের আয়োজন করে আসছে। কতিপয় রাজনৈতিক সংগঠনের অনুসারীরা পবিত্র রমজান মাসকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দুই-একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটিয়েছে। যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত রীতিনীতি লঙ্ঘিত ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত হয়েছে।' বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক ও সহশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিধিবদ্ধ রীতিনীতি ও নির্ধারিত স্থান রয়েছে। যা আমাদের সবারই মেনে চলা উচিত। পবিত্র রমজানকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে এমন অসত্য ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে, যা কোনোক্রমেই কাম্য নয়।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

পবিত্র রমজান উপলক্ষে ঢাকায় ২০ স্থানে ন্যায্যমূল্যে তরমুজ বিক্রির কার্যক্রম শুরু

পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে ঢাকায় ২০ স্থানে ভ্রাম্যমাণ ট্রাকসেল ও দোকানের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে তরমুজ বিক্রির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এসব স্থানে পিস হিসেবে তরমুজ বিক্রয় করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে সাত থেকে আট কেজি এক পিস তরমুজের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৩০০ টাকা। চার থেকে ছয় কেজি ওজনের দাম হবে ২০০ টাকা। এ উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ পোল্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন, বিপিএ ও ফসল ডটকম লিমিটেড। বৃহস্পতিবার, ২১শে মার্চ রাজধানীর কারওয়ান বাজারের টিসিবি ভবন চত্বরে এ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের মহাপরিচালক এ এইচ এম সফিকুজ্জামান। ভোক্তার ডিজি বলেন, 'বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানে এবার রমজানে পণ্যের দামে বিশেষ ছাড় দিয়েছে। তারা নিত্যপণ্যের দামে যেন মানুষের কষ্ট না হয় সেজন্য কাজ করছে। সরকারিভাবে তাদের সহায়তা দিতে পারলে শুধু রমজানে নয়, বছরব্যাপী স্বস্তিদায়ক দামে পণ্য দিতে পারবে তারা।' এসময় বিপিএর সভাপতি সুমন হাওলাদার বলেন, 'রমজানে আমরা ন্যায্যমূল্যে ডিম-দুধ বিক্রি করছি। এরমধ্যে দেখছি, অস্বাভাবিক দামে তরমুজ বিক্রি করছেন ব্যবসায়ীরা। যে কারণে ক্রেতাদের স্বস্তি দিতে এ উদ্যোগ নিয়েছি।' তিনি বলেন, 'পর্যায়ক্রমে ঢাকার ২০ স্থানে তরমুজ সরবরাহ করা হবে। প্রাথমিকভাবে আকারভেদে ২০০ থেকে ৩০০ টাকার মধ্যে তরমুজ বিক্রির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

জবি শিক্ষক ইমনকে বহিষ্কার, চেয়ারম্যানকে অব্যাহতি

যৌন নিপীড়নের অভিযোগে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক আবু শাহেদ ইমনকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিভাগের চেয়ারম্যানের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে অধ্যাপক জুনায়েদ আহমদ হালিমকে। এই দুইজনই জবির ফিল্ম এ্যান্ড টেলিভিশন বিভাগের শিক্ষক। বৃহস্পতিবার, ২১শে মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৪তম সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করে জবির ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. আইনুল ইসলাম বলেন, 'যৌন নিপীড়নের অভিযোগে অভিযুক্ত শিক্ষক ও প্রভাষক আবু শাহেদ ইমনকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে এবং অধ্যাপক জুনায়েদ আহমদ হালিমকে চেয়ারম্যানের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি আকারে বিষয়টি বিস্তারিত জানানো হবে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের উৎপাদন বাড়াতে ১৩ কোটি ৭৪ লাখ টাকার প্রণোদনা দেবে সরকার

গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের উৎপাদন বাড়াতে দেশের ২৪ জেলার ৩৬ হাজার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে ১৩ কোটি ৭৪ লাখ টাকার প্রণোদনা দেবে সরকার। এতে একজন কৃষক এক বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় এক কেজি বীজ, ২০ কেজি ডিএপি ও ২০ কেজি এমওপি সার বিনামূল্যে পাবেন। বৃহস্পতিবার, ২১শে মার্চ কৃষি মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে আরো বলা, 'বিএডিসি এসব বীজ সরবরাহ করবে। বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা, বিশুদ্ধতা ও উৎপাদন কাঙ্ক্ষিত মানের হতে হবে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত বাজেট কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা এবং বীজ ও চারা খাত থেকে এ প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। এ সংক্রান্ত সরকারি আদেশ এরই মধ্যে জারি হয়েছে।' মাঠ পর্যায়ে শিগগিরই এসব প্রণোদনা বিতরণ কার্যক্রম শুরু হবে বলে জানিয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ডব্লিউএফপি ও জাতিসংঘ প্রতিনিধির সাক্ষাৎ

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি, ডব্লিউএফপি-এর প্রতিনিধি ডোমেনিকো স্কালপেলি এবং জাতিসংঘ নারী সংস্থার প্রতিনিধি গীতাঞ্জলি সিং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। বৃহস্পতিবার, ২১শে মার্চ বিকেলে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পৃথক সৌজন্য সাক্ষাতে দুই কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভের সঙ্গে খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও নারী উন্নয়ন বিষয়ে বিশদ মত বিনিময় করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। দেশে উৎপাদিত শস্য ও খাদ্য গ্রহণে মানুষকে উৎসাহিত করা এবং জনসচেতনতা বাড়াতে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির প্রতিনিধিকে সেমিনার ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি হাতে নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। হাছান মাহমুদ বলেন, 'বিশ্বের সর্বোচ্চ জনঘনত্ব আর সর্বনিম্ন মাথাপিছু জমির বাংলাদেশে খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখতে আবাদযোগ্য জমির সর্বোচ্চ ব্যবহারের বিকল্প নেই। মালিকানা চিহ্নিত করতে জমির মধ্যে আল দেওয়ায় বহু জমি চাষের আওতা থেকে বাদ পড়ে যায়। এ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার বিষয়েও ডব্লিউএফপিকে উদ্ভাবনী পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেন মন্ত্রী। ডব্লিউএফপির কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ডোমেনিকো স্কালপেলি বিষয় দুটিতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবেন বলে জানান। এসময় তিনি মন্ত্রীকে বিদ্যালয় পর্যায়ে ও রোহিঙ্গাদের জন্য তার সংস্থার খাদ্য কর্মসূচির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ২০১১ সাল থেকে পরিচালিত স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম ও পরবর্তী সময়ে রোহিঙ্গাদের জন্য ডব্লিউএফপির খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির প্রশংসা করেন। বাংলাদেশে জাতিসংঘের নারী প্রতিনিধি গীতাঞ্জলি সিংয়ের সঙ্গে বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি এবং তার সরকারের অর্জনের কথা তুলে ধরেন। তিনি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির চিত্রও তুলে ধরেন। এ উন্নয়নযাত্রায় বিশ্বস্ত অংশীদার হওয়ার জন্য ইউএন উইমেনের প্রশংসা করেন মন্ত্রী। গীতাঞ্জলি সিং বাংলাদেশের সঙ্গে জাতিসংঘের নারীদের সহযোগিতা বাড়ানোর আশ্বাস দেন এবং সরকারকে তার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অভিনন্দন জানান। এসময় তিনি ২০২৫ সালে বেইজিং ঘোষণার ত্রিশতম বার্ষিকী এবং ঐতিহাসিক রেজোলিউশন ১৩২৫-এর রজতজয়ন্তী উদযাপন প্রস্তুতির বিষয়েও পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবহিত করেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

বঙ্গবন্ধুর আদর্শে নিজেদের গড়ে তুলতে শিশুদের পরামর্শ আইনমন্ত্রীর

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে নিজেদের গড়ে তুলতে শিশুদের পরামর্শ দিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক। বৃহস্পতিবার, ২১শে মার্চ রাজধানীর তেজগাঁওয়ে সরকারি শিশু পরিবারে বঙ্গবন্ধুর ১০৪তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় শিশুদের এই পরামর্শ দেন তিনি। বঙ্গবন্ধু শিশুদের অনেক ভালোবাসতেন জানিয়ে আইনমন্ত্রী বলেন, 'শিশুদের আজ গড়ে উঠতে হবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে। তোমরা যদি বাংলাদেশকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে চাও, যেটা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তোমরা যদি সেভাবে গড়ে ওঠো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কবরেও হাসবেন। আশা করব, তোমরা সেভাবে গড়ে উঠবে।' তিনি বলেন, 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই দেশকে স্বাধীন করার জন্য অনেক আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন। অনেক ছোটবেলা থেকে তিনি বাংলাদেশের মানুষের অধিকার ও স্বাধিকারের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। এজন্য বঙ্গবন্ধুকে বহুবার জেল খাটতে হয়েছে।' আনিসুল হক আরো বলেন, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদেরকে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র দিয়ে গেছেন। ৩০ লাখ মানুষ শহীদ হয়েছে আমাদের এই বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য।' এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মোঃ গোলাম সারওয়ার, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব ড. হাফিজ আহমেদ চৌধুরী, যুগ্ম সচিব বিকাশ কুমার সাহা-সহ আইন মন্ত্রণালয়ের উভয় বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। এছাড়া ঢাকা সমাজসেবা কার্যালয়ের পরিচালক আয়েশা আক্তার, ঢাকা জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক রকনুল হক উপস্থিত ছিলেন।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

সোলার হোম সিস্টেম সফলভাবে বাস্তবায়ন করছে বাংলাদেশ : বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, 'বাংলাদেশ উদ্ভাবন এবং স্থিতিস্থাপকতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সোলার হোম সিস্টেম প্রোগ্রাম সফলভাবে বাস্তবায়ন করছে। এ যুগান্তকারী উদ্যোগটি গ্রামীণ

জনগোষ্ঠীকে পরিষ্কার এবং টেকসই জ্বালানির উৎসগুলোর প্রতি আকৃষ্ট করছে। সেইসঙ্গে তাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করে নিজেদের স্বাবলম্বী করছে।' বৃহস্পতিবার, ২১শে মার্চ জার্মানির বার্লিনে দেশটির অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্টেট সেক্রেটারি ড. বারবেল কফলারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে একথা বলেন তিনি। এসময় তারা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'সোলার হোম সিস্টেম প্রোগ্রামটি কেবল ঘর আলোকিত নয় বরং যারা আগে অন্ধকারে ছিল তাদের জন্য আশার আলো বয়ে এনেছে। উপরন্তু, মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনার মতো উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছে। বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব এবং সম্পদের ব্যবহার করে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলো প্রশমিত করতে বদ্ধপরিকর।' তিনি আরো বলেন, 'একটি ৬০ মেগাওয়াট অনশোর উইন্ড পাওয়ার সাম্প্রতিক কমিশনিং জ্বালানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এ অর্জন শুধু ঐতিহ্যগত জ্বালানির ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতিই তুলে ধরে না বরং জার্মানিসহ উন্নত দেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে সহযোগিতা করার আগ্রহও তুলে ধরে। বায়ু প্রযুক্তিতে জার্মানির অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের বায়ু বিদ্যুত্যের জন্য বিশেষ অবদান রাখতে পারে। নবায়নযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও জার্মানির মধ্যে সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। উদ্ভাবন ও অংশীদারিত্ব উভয় দেশের আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ সংকেত। এ সবুজ সংকেত অন্যদের অনুসরণ করার জন্য একটি উদাহরণ সৃষ্টি করবে।' এসময় বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করে জার্মানির সংসদীয় স্টেট সেক্রেটারি ড. বারবেল কফলার বলেন, 'জার্মানি বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারে সহযোগিতা করবে।'
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

বাংলাদেশ-সৌদি আরব সংসদীয় মৈত্রী গ্রুপের বৈঠক

বাংলাদেশ-সৌদি আরব সংসদীয় মৈত্রী গ্রুপের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার, ২১শে মার্চ জাতীয় সংসদ ভবনে এ বৈঠক হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান। এছাড়া বৈঠকে মৈত্রী গ্রুপের সদস্য মো. আব্দুর রাজ্জাক, আ. ফ. ম. রুহুল হক, ফরিদুল হক খান, মো. টিপু মুনশি, মো. শাহরিয়ার আলম, সাজ্জাদুল হাসান, ডা. সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল, আহমেদ ফিরোজ কবির ও সুলতানা নাদিরা অংশ নেন। শুরুতে বাংলাদেশ-সৌদি আরব সংসদীয় মৈত্রী গ্রুপের সদস্যদের পরিচিতি ও প্রাথমিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং মৈত্রী গ্রুপের কার্যক্রম সম্পর্কে সদস্যদের ব্রিফ করা হয়। মৈত্রী গ্রুপের এ বৈঠকে দুইদেশের মধ্যে বিদ্যমান সুসম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে কৃষি পণ্য উৎপাদন ও রফতানির সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর সুপারিশ করা হয়। বৈঠকের সভাপতি সালমান ফজলুর রহমান বলেন, 'দুইদেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়ানোর মাধ্যমে অর্থনৈতিক সহযোগিতা স্ব স্ব দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।' বাংলাদেশ ও সৌদি আরব এ দুইদেশের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা হয় এবং মেডিকেল প্রফেশনাল ও ফার্মাসিউটিক্যালস পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সুপারিশ করা হয়। জাতীয় সংসদের আইপিএ ডিরেক্টরসহ সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

দেশটা এখন মগের মুল্লুকে পরিণত হয়েছে : মির্জা ফখরুল

দেশ এখন মগের মুল্লুকে পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ক্ষমতাসীন সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন, '৭ই জানুয়ারির ডামি নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকারী আওয়ামী শাসকগোষ্ঠী অবৈধ ক্ষমতা ধরে রাখতে দেশব্যাপী প্রতিদিনই বিএনপিসহ বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের ওপর নানা কায়দায় অবর্ণনীয় নির্যাতন-নিপীড়ন শুরু করেছে।' বৃহস্পতিবার, ২১শে মার্চ এক বিবৃতিতে মির্জা ফখরুল আরো বলেন, 'অব্যাহত গতিতে বানোয়াট ও ভিত্তিহীন মামলা দায়ের করে বিরোধী নেতা-কর্মীদের পর্যুদস্ত ও নাজেহাল করা হচ্ছে। এ ধরনের অপকর্ম সাধনের একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে, দেশের বিরোধীদলগুলো যেন দখলদার সরকারের স্বৈরাচারী আচরণের সমালোচনা করতে সক্ষম না হয়।' জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রাজিব আহসান এবং কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের দফতর সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করলে আদালত কর্তৃক তাদের জামিন নামঞ্জুর ও কারাগারে পাঠানোর ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এ বিবৃতি দেন বিএনপি মহাসচিব। মির্জা ফখরুল বলেন, 'মিথ্যা মামলায় বিএনপি নেতা-কর্মীদের জামিন না দিয়ে কারাগারে পাঠানো যেন ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকারের প্রাত্যহিক কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছে। রাজিব আহসান এবং আব্দুল্লাহ আল মামুনের জামিন বাতিল করে কারাগারে পাঠানো দখলদার আওয়ামী সরকারের নিরবচ্ছিন্ন অপকর্মেরই অংশ।' তিনি বলেন, 'আদালত কর্তৃক তাদের জামিন বাতিল ও কারান্তরীণের ঘটনায় আমি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা বানোয়াট ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক মামলা প্রত্যাহারসহ নিঃশর্ত মুক্তির জোর আহ্বান জানাচ্ছি।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

BBC

LARGE MISSILE ATTACK TARGETS UKRAINIAN CAPITAL

Ukraine has intercepted 31 missiles launched by Russia at Kyiv overnight, Ukraine's air force said. At least 17 people, including a child, were injured by falling debris, four of whom are in hospital, authorities said. It is the largest Russian attack in weeks and follows a vow from Moscow for revenge over recent attacks by Ukraine on its border regions. The attack prompted Ukraine's President Volodymyr Zelensky to renew his call for more military aid from Western allies. Several explosions were heard throughout Kyiv shortly before dawn as its anti-missile defence systems shot the rockets down. (BBC Web Page: 21/03/24, FARUK)

FEARS OF HUNGER AS HAITI TURMOIL SPREADS

Sarah Molin's life reflects the death of Haiti's problems. A year ago, the 20-year-old was a computer science student living in a suburb of the capital, Port-au-Prince. But the failed state that Haiti is rapidly becoming has failed its young people most of all. Months of turmoil and political instability following the murder of President Jovenel Moise in July 2021 have culminated in the current spate of extreme gang violence. The fighting has already claimed many thousands of victims, from those whose bodies lie strewn in the streets, to others like Sarah and her family who were forced from their home last August and now live inside an abandoned cinema. (BBC Web Page: 21/03/24, FARUK)

PORTUGAL SET FOR CENTRE-RIGHT MINORITY GOVERNMENT

Portugal's president has invited centre-right politician Luis Montenegro to form a minority government. The Democratic Alliance (AD) won snap elections this month but fell short of winning a majority in parliament. The party rejected working with the far-right Chega party, which won a record number of seats. Portugal, governed by the Socialists since 2015, now has its most fragmented parliament since the end of its dictatorship half a century ago. President Marcelo Rebelo de Sousa invited Mr Montenegro to become prime minister shortly after midnight on Thursday after consulting with party leaders.
(BBC Web Page: 21/03/24, FARUK)

EXTREME HEAT CAN DOUBLE STILLBIRTH RISK IN INDIA: STUDY

Working in extreme heat can double the risk of stillbirth and miscarriage for pregnant women, according to new research from India. The study found that the risks to mothers-to-be are significantly higher than previously thought. Researchers say hotter summers can affect not only women in tropical climates, but also in countries such as the UK. They want specific health advice for working pregnant women globally. Eight hundred pregnant women in the southern Indian state of Tamil Nadu took part in the study, which was started in 2017 by the Faculty of Public Health at the Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research (SRIHER) in Chennai. (BBC Web Page: 21/03/24, FARUK)

VIETNAM'S PRESIDENT OUT AFTER JUST YEAR IN OFFICE

Vietnam's president Vo Van Thuong has resigned after only one year in office. After a meeting of the ruling Communist Party on Wednesday, the government said he had broken party rules and negatively affected its reputation. In a country known for its political stability, rigidly enforced by the party, a president has just been forced to resign for the second time in just over a year. Vo Van Thuong, at 53-years-old, was the youngest ever to hold the position. The explanation given by the government does not reveal much about the reasons. It states only that President Thuong "violated party rules, and that he had shortcomings which affected public opinion and the reputation of the party, state and himself.
(BBC Web Page: 21/03/24, FARUK)

INDONESIA'S PRABOWO CONFIRMED AS NEXT PRESIDENT

Indonesia's defence minister Prabowo Subianto has been declared the winner of last month's presidential election in the world's third largest democracy. Mr Prabowo appealed for unity as his two rivals, Anies Baswedan and Ganjar Pranowo, vowed to contest the result. The former general, who had been dogged by allegations of human rights abuse for decades, won 58.59% of the votes. He had endeared himself to social media-savvy voters with TikTok videos that cast him as a cuddly grandpa. "For those who didn't vote for us, give us a chance," the 72-year-old said after the elections commission announced the official count on Wednesday night. (BBC Web Page: 21/03/24, FARUK)

ISRAEL REPORTEDLY SUSPENDS GOVERNMENT SPOKESMAN

Israel's English-language government spokesman Eylon Levy has been suspended, Israeli media reports say. The Israeli prime minister's office has not given a reason, according to the reports. But there is speculation that it is linked to an online row with the UK foreign secretary, Lord Cameron. Mr Levy has so far not commented. On 8 March, he wrote a now-deleted post on X (formerly Twitter) responding to another one from Lord Cameron that urged Israel "to allow more aid trucks into Gaza". "I hope you are also aware there are NO limits on the entry of food, water, medicine, or shelter equipment into Gaza, and in fact the crossings have EXCESS capacity," Mr Levy replied. (BBC Web Page: 21/03/24, FARUK)

DEADLY SUICIDE BOMB REPORTED AT KANDAHAR BANK

At least 21 people have been killed in a suicide bombing in the southern Afghan city of Kandahar, a doctor at the regional hospital has told the BBC. The Taliban government has put the death toll at three. Police said a number of others were wounded. The suicide attack took place at about 08:00, the Taliban said, at a bank located in the city centre. No group has yet said it carried out the attack, which appears to be the biggest in Afghanistan this year. The blast took place at a branch where Afghan government employees were queueing to collect their salaries. (BBC Web Page: 21/03/24, FARUK)

INDIA PM MODI ACCUSED OF USING TAX OFFICE TO CRIPPLE OPPOSITION

India's main opposition Congress party has accused Prime Minister Narendra Modi's government of using the tax department to starve them of finances ahead of elections starting next month. Congress leader Sonia Gandhi said they had made "a systematic effort to cripple the party financially ". The party said freezing its accounts, which have 2.1bn rupees, was unprecedented and undemocratic. The BJP and the tax department is yet to respond to the allegations. Congress made the accusations on Thursday at a press conference attended by party chief Mallikarjun Kharge, top leaders Sonia and Rahul Gandhi and Treasurer Ajay Maken. (BBC Web Page: 21/03/24, FARUK)

GHANA CABINET NOMINEES BLOCKED IN ANTI-GAY BILL ROW

The speaker of Ghana's parliament has blocked the approval of new ministers amid a row over the president's delay in signing an anti-LGBTQ+ bill passed last month. The presidency has asked parliament not to send the bill for his assent until legal challenges against it are dealt with. The speaker has condemned the presidency's move as contemptuous. The bill criminalizes gay relationships and anyone who supports them. President Nana Akufo-Addo is under intense pressure from those Ghanaians who want him to sign it into law, and also from Western donors and human rights groups who are urging him not to approve it.
(BBC Web Page: 21/03/24, FARUK)

:: The End ::